সারাবলি।

সত্যযুগে মনুজগণের স্বর্গাগমোদ্ঘাটিক ধর্ম্মমাত্রাচরণ যে পর্য্যন্ত ছিল তত্তাবৎ কাল এই পৃথিবীতে কেহ রাজা ছিলেন না সতাই মহা-পরাক্রান্ত ভূপতি ছিলেন। অনন্তর ক্রমশঃ অধর্ম্ম সঞ্চয় হেতুক জগদীশ্বর সত্যের শেষাবধি এ কাল পর্য্যন্ত অধর্ম্ম নিবারণ ও ধর্ম্ম সংস্থাপন এবং সাধু সজ্জন পরিত্রাণ ও সমস্ত প্রজা পরিরক্ষণার্থ রাজত্ব পদে স্বীয় বিশেষ পুরুষবিশেষকে নিয়োজিত করিয়াছেন, যেহেতুক যে বস্তু যিনি নির্ম্মাণ করেন তাহা তৎ কর্ত্তৃক দান বিক্রয়াদি কার্য্যাতীত তাঁহারই থাকে। এ অবনীর নির্ম্মাণ কর্ত্তা পরমেশ্বর তিনি স্বনির্ম্মিত ভুবন কাহাকে দান বিক্রয় করেন নাই অতএব নিত্য স্বত্বাধিকারি জগদীশেচ্ছানুসারে যখন যিনি ভূপতিত্ব পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন তখন তাঁহার ইচ্ছা অগ্রাহ্যরূপে অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য যে রাজধর্ম্মানুসরণ পূর্ব্বক দুষ্ট দমন, শিষ্টপালন, প্রজাগণ হইতে নিয়মিত কর গ্রহণাদি ব্যাপারে মনোভিনিবেশ করেন বিশেষতঃ অর্জ্জুনের প্রতি ভগবানের উক্তি আছে যে "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং। ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে" অর্থাৎ সাধুজনবর্গের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতগণের বিনাশ ও নিত্য সত্য ধর্ম্মের সংস্থাপনার্থ আমিই যুগে যুগে জন্ম গ্রহণ করিয়া বিশ্বরাজ্য পরিপালন করি। তৎপ্রযুক্তই ইদানীং ভূপবৃন্দ প্রতি দেব, ধর্ম্মরাজ, নরদেব প্রভৃতি প্রয়োগ হইয়া থাকে। অপিচ দুরবগাহ তপঃসাধন ব্যতিরেকে সুপবিত্র মহীপতিত্ব

বিহীন হইলে কুন্তী মাদ্রী দুই রাণী স্বীয় স্বামির অভিমতে দেবতা দিগকে আহ্বান পূর্ব্বক পঞ্চপুত্র জন্মাইলেন, যথা কুন্তীর গর্ভে ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্রের ঔরসে ক্রমশঃ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন নামে তিন পুত্র হইল আর মাদ্রীর গর্ভে অশ্বিনীকুমারের ঔরসে যমজ দুই পুত্র নকুল সহদেব জন্মিল। এইরূপে পাণ্ডুরাজ নিরপত্য হইয়া পঞ্চ ক্ষেত্রজ পুত্র প্রাপ্ত হইলেন. কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ হইয়াও তাঁহার রাজ্ঞী সতী সাধ্বী পতিব্রতা গান্ধারীর গর্ভে দুর্য্যোধন দুঃশাসন প্রভৃতি একশত পুত্রোৎপাদন করিলেন তাঁহারা সকলেই মহাবল পরাক্রান্ত হইলেন। অনন্তর পাণ্ডু নৃপতি স্বর্গারূঢ় হইলে ধৃতরাষ্ট্র, যুধিষ্ঠিরকে অত্যন্ত ধার্ম্মিক সুশীল ভ্রাতা সর্ব্বগুণযুক্ত ও সর্ব্ব লোকানুরক্ত এবং সকল রাজ লক্ষণাক্রান্ত সন্দর্শন পূর্ব্বক স্বীয় শত অপত্য সত্বেও তাঁহাকেই হস্তিনাপুরের রাজপদে নিযুক্ত করিলেন। কুরুবংশীয় শান্তনুর পুত্র বিচিত্রবীর্য্য, কাশী রাজার অম্বিকা, অম্বালিকা নাম্নী দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার পরলোক গমনের পরে বেদব্যাসের ঔরসে অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র ও অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডুর জন্ম হয়। এবং ব্যাসের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে বিদুরের জন্ম হয়। যদ্যপিও রাজা দুর্য্যোধন নিজ হিংসক ও ক্রূরতা স্বভাবে বিরক্ত হইলেন বটে তথাপি ভীমার্জ্জুনের অতুল্যপরাক্রম এ শৌর্য্য বীর্য্য গাম্ভীর্য্যতা ও রণদক্ষতা এবং অস্ত্রশিক্ষার নৈপুণ্যতা স্মরণকরিয়া তৎকালীন জ্ঞাতিহিংসায় প্রবর্ত্ত নাহইয়া স্তব্ধীভূত রহিলেন। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির এতদ্রূপে ভূপতি পদাভিষিক্ত হইয়া ভীম প্রভৃতি ও দুর্য্যোধনাদির ভ্রাতৃগণ সহ ঐকমত্যে কত বর্ষ যাবৎ উত্তমরূপ রাজ্য পালন করিয়া ছিলেন, অনন্তর জ্ঞাতি বিরোধে পাণ্ডবগণ স্বরাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিন্ধু নদীর তটস্থ দেশ ও অন্যান্য স্থানে পরিভ্রমণ করেন। ঐ সময়ে যদুবংশোদ্ভব পাঞ্চালাধিপতি দ্রুপদ কন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর কালে অন্যান্য ভূপালগণ তাঁহাকে

বিবাহার্থে কাম্পীল নগরে গমন করিতেছিলেন তখন পাণ্ডু সন্তানেরাও উপস্থিত হয়েন এবং তন্মধ্যে অর্জ্জুন স্বকীয় শৌর্য্য বীর্য্য সমুজ্জ্বলরূপে প্রকাশ করেন অর্থাৎ উর্দ্ধেতে লক্ষ্য, ও তদধোভাগে এক যন্ত্র তদন্ত প্রান্তবর্ত্তি ছিদ্রদ্বারা অর্জ্জুনের সুশাণিত শর উর্দ্ধস্থিত লক্ষ্য ভেদ করিয়াছিল অতএব তিনি বিচিত্র শরাসনাকর্ষণ পূর্ব্বক সেই লক্ষ্য বিদ্ধ ও ভূতলে পতিত করিয়া সমবেত রাজগণ সমক্ষে দ্রৌপদীকে হরণ পূর্ব্বক আনয়ন করাতেই তাঁহার বীরত্ব পৃথিবী মধ্যে দেদীপ্যমান হইল পরে কুন্তীর বাক্যানুসারে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডবের ভার্য্যাস্বরূপে দ্রৌপদী গৃহীতা হইলেন। কিন্তু কালান্তরে রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু পুত্র গণের সহিত স্বীয় পুত্রাদির পরস্পর বিরোধ নাশনার্থে পুনরায় অর্দ্ধ রাজ্য বিভাগ করিয়া দিলেন। তাহাতে দুর্য্যোধন হস্তিনার রাজা হইলেন এবং হস্তিনার কিঞ্চিৎ দূরে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজা যুধিষ্ঠির রাজধানী করত স্বীয়বাহুবলে ঐশ্বর্য্যশালী ও সুশোভিত করিলেন। পাণ্ডবেরা নিখিল বেদও বিবিধ শাস্ত্রাধ্যয়ন ও ধর্ম্ম পথাবলম্বী ও সত্য বাদী জিতেন্দ্রিয় ও সদুপদেশক হইয়া শারীরিক সুখস্বচ্ছন্দ সম্ভোগ করত সদাচারে সদ্ব্যবহারে চন্দ্রালোক তুল্য সুনির্ম্মলানন্দজ্যোতি দিনং তাঁহাদের চিত্তোপরি বিকীর্ণ হইতে লাগিল. সমুদয় লোক যুধিষ্ঠিরের সদাচার, ভীমের ধৈর্য্য, অর্জ্জুনের দেবযুক্ত বিচিত্র গুণ, বিক্রম, নকুল সহদেবের গুরুভক্তি ক্ষমা বিনয় দর্শনে পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়া ছিল। রাজা যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের সদ্মন্ত্রণায় এবং ভীমার্জ্জুনের বাহুবলে মগধাধিপতি বল গর্ব্বিত জরাসন্ধ রাজার ও শিশুপালের বধ সম্পন্ন করত অন্নদান দক্ষিণা প্রদানাদি সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন রাজসূয় মহাযজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহ করিলেন। পাণ্ডবেরা রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্র প্রস্থে যে২ কর্ম্ম সম্পাদন করেন তন্মধ্যে রাজসূয় যজ্ঞকরণই মুখ্য কার্য্য হইয়াছে তাহা সভাপর্ব্বে বিস্তারিত ব্যক্ত আছে এবং তদন্ত

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ।

শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খস্থিতবারি সেচন পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের অভিষেক কর্ম্ম সম্পন্ন করিলেন, এবং ব্যাস সহকারে ধৌম্যেরও রাজাকে অভিষেক করণের উল্লেখ আছে। এযজ্ঞে বেদব্যাস স্বয়ং ব্রহ্মা ও তচ্ছিষ্য পৈল ও যাজ্ঞবল্ক্যাদি অধ্বর্য্যু ও হোতৃকর্ম্মাদি সম্পন্নার্থে নিযুক্ত ছিলেন। কাম্বোজ ভূপতি বিড়ালের ও গুহাবাসি [illegible] লোমজাত স্বর্ণালঙ্কৃত বস্ত্র অর্থাৎ শাল, কিংখাপ, এবং উত্তমোত্তম চর্ম্ম উপহার দিলেন। অদ্যাপিও আফগানস্থানে বুখারা মধ্যে অতি দীর্ঘলোমশ বিড়াল দৃষ্ট হয়। এবং তিত্তিরতুল্য বিচিত্র ও শুকপক্ষি নাসিকা সম নাসিকা যুক্ত অশ্ব ও হৃষ্টপুষ্ট উষ্ট্র ও বামী অর্থাৎ ঘোটকী বা গর্দ্দভী সকল প্রদান করিলেন *। মরুকচ্ছ নিবাসি লোকেরা গান্ধার দেশ জাত অশ্ব আনিলেন। সিন্ধুনদ [illegible] ও সমুদ্র তীরস্থ বৈরাম পারদ, এবং আভীর বা (আহির [illegible]) ও কিতব জাতীয় লোক বিবিধ রত্নাহরণ পূর্ব্বক আগমন করে[illegible] [illegible] রাট্) দেশীয় লোকেরা ছাগ মেষ, গো, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, [illegible] মধু [illegible] ও বিবিধ কম্বল উপহার দিলেন। প্রাগ্জ্যোতিষ (কামরূপের) [illegible]রাজা ভগদত্ত যবন সঙ্গে বেগবান্ আজানেয় ‡ অশ্ব লৌহভাণ্ড ও বিশুদ্ধ দন্ত চতুষ্ক সংযুক্ত খড়্গানয়ন করিলেন। ভূমিস্থানের পূর্ব্বাংশে ওকসমুদ্রী সমীপস্থ শকেরা ও তোখারি স্থানের লোক [illegible]গণ ও

---

* অনুমানতঃ বোখারার দক্ষিণাংশে পা[illegible] [illegible] কাম্বোজের নিবাস ছিল এবং উষ্ট্র পক্ষ্যাদি ও দ্রব্যাদিও তথায় জন্মে।

+ শ্রীহট্ট জেলায় যেরূপ কমলা মধু পাওয়া যায় সেইরূপ তথায় কোন কমলা মধু পাওয়া যাইত।

‡ শ্রেষ্ঠ অশ্ব বিশেষযুক্ত অশ্ব।

রির শঠতা দ্বারা, ক্ষমাবন্ত পুণ্যবন্ত ধর্ম্মবন্ত মহান্ত পাণ্ডু সন্তানেরা রাজ্যাদি বিবর্জ্জিত হইয়া দ্বাদশ বর্ষ পরিমাণ অরণ্যে শরণ লইলেন তদনুবর্ত্ত প্রজাবৃন্দ চতুর্দ্দিকে রাজা ত্যাগানন্তর ছিন্ন ভিন্ন হইলেন এবং যে স্থানে মন্ত্রী শকুনি, রাজা দুর্য্যোধন, তথায় সাধু সজ্জন জনাদি বাস করিতে পারেন না বিশেষতঃ পাপিষ্ঠ রাজা হইতে প্রজার সুখ ও আত্ম কুলধর্ম্ম পুণ্যকর্ম্মাদি সাম্প্রদায়িক নষ্ট হয় সুতরাং প্রজা বর্গ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অরণ্য গমনকালীন খেদপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া সবিনয়ে কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্ "অস্মদাদিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে স্থানে যাইবেন, আমরাও তথায় যাইব, যেহেতুক কৌরব ছলনা দ্বারা সর্ব্বস্বজয়ী হইল, তৎপ্রযুক্তই সমূহ দুঃখগ্রস্ত হইয়া তব সন্নিধানে আগত হইলাম, যাহার দর্শনে, আসনে শয়নে, পাপস্পর্শ ব্যতীত ধর্ম্ম সঞ্চার হয় না ও যাহার রাজত্বে প্রজা নিষ্পীড়ন ও পর সর্ব্বস্ব হরণ ও যাহার কিল্বিষ স্বরূপ তস্করের প্রখরতর কর প্রসারণ দ্বারা রাজ্যস্থ সমস্ত ব্যক্তিই উৎপীড়িত হইতে লাগিল তাহার রাজ্যাধিকারে সুখ, সম্পদ, সন্তোষ ও ধর্ম্মাচার পরিরক্ষণে কেহই শক্ত হইবেক না কেননা পাপির সংসর্গে পাপেরই বৃদ্ধি হয় ও পুণ্যবানের সংসর্গে জন অবশ্যই পুণ্যোপার্জ্জন করিতে থাকে এবং রাজার পাপ হইলে প্রজার কখনই অব্যাহতি হয় না, অতএব সকল সদ্গুণাশ্রয় যে আপনি এক্ষণে আপনারই শরণাগত হইলাম যথাযোগ্য বিধানে এ অধীনদিগকে সর্ব্বাপদ হইতে মুক্ত করুন। ইত্যাদি করুণারসাভিষিক্ত বচনাবলিতে রাজা যুধিষ্ঠির প্রজাপুঞ্জের সম্বোধনে পীযূষ সদৃশ বাক্যামৃত বিতরণ করিতে লাগিলেন, হে প্রজাগণ তোমাদিগের প্রিয় বাক্য শ্রবণাত্তে নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলাম। যেহেতুক অস্মদাদির দুঃখ নিবৃত্ত হইয়া নির্ব্বিঘ্নতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, হিতৈষিতে, বদান্যতা করিতা, তৎসমুদায় স্মরণ পূর্ব্বক সম্প্রতি পিতামহ

ভীষ্ম ও জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র, মাতা কুন্তীদেবী ইহাঁরা তোমার নিমিত্তে জন্য সর্ব্বদা শোক মোহে পরিতাপিত আছেন অতএব স্বরাজ্যে ত্বর স্থান পুরঃসর তাঁহারদিগকে পরম যত্নে সংরক্ষণ করহ। কুন্তী ও মাত্রী পরম পবিত্রারণ্যে ঋষিদিগের আশ্রমস্থিত হইয়া পাণ্ডবদিগকে লালন পালন করিয়াছিলেন, কিছুকাল পরে ঋষিগণ সেই ব্রহ্মচারি বেশধারি শাস্ত্রজ্ঞ গুণ সম্পন্ন রাজকুমারদিগকে রাজধানীতে ধৃতরাষ্ট্রা দির নিকটে আনয়ন করিলেন এবং ইহাঁরা পাণ্ডুপুত্র তোমারদিগের পুত্র, ভ্রাতা, শিষ্য, সুহৃৎ ইহা বাক্যে পরিচয় দিয়া প্রস্থান করিলেন, তৎসংবাদ শ্রবণে সমুদায় কৌরব ও সুশীল ধর্ম্ম পরায়ণ পুরবাসিগণ সন্তুষ্টান্তঃকরণ মহাকোলাহল করিতে লাগিল। কেহ ২ পাণ্ডুপুত্র নহে ইহা বলিয়া কুতর্ক করিতে লাগিল কিন্তু সর্ব্বত্রই পাণ্ডবেরদের কুশল বার্ত্তা প্রকাশিত হইল পরে ধৃতরাষ্ট্রাদির স্নেহে তাঁহারা দিন ২ বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। এবং ধৃতরাষ্ট্রাদির অনুজ্ঞায় অর্দ্ধ রাজ্য প্রাপ্ত হওয়ার মণি, কাঞ্চন, রত্ন, গো, হস্তী, অশ্ব, রথাদি, বিবিধ ঐশ্বর্য্যান্বিত হইয়াও পৌরজন সাহিত্য নিত্য নিত্যানন্দোৎসবে কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধন ধর্ম্ম বিলোপক মর্ম্মান্তিক অমর্ষবশতাপন্ন হইয়া পাশক্রীড়া রূপ প্রতারণা উপস্থিত করিয়া পাণ্ডবদিগের সর্ব্বনাশ করিল সুতরাং যুধিষ্ঠিরের অতিতঃ এই জ্যেষ্ঠ ভক্তি পরতন্ত্রতা প্রযুক্ত অশেষ ক্লেশ সহিষ্ণু ধর্ম্মশীল ভীমাদিরও বন প্রস্থান করিতে হইল অতএব। সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখং। সুখদুঃখে মনুষ্যাণাং চক্রবৎ পরিবর্ত্ততঃ। সুখাদ্বং দুঃখমাপন্নঃ পুনরাপৎস্যতে সুখং। ন নিত্যং লভতে দুঃখং ন নিত্যং লভতে সুখং। ইতি শান্তিপর্ব্বণি। এইরূপে যুধিষ্ঠিরাদির বনবাস হইলে কেবল দুর্য্যোধন ১৩ ত্রয়োদশ বর্ষ রাজ্য ভোগ করেন ইতি।

ইতি সারাবল্যাং প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অথ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ।

যুধিষ্ঠির ধর্ম্মময় মহাবৃক্ষ, অর্জ্জুন তাহার স্কন্ধ, ভীমসেন শাখা শাখীভূত নকুল সহদেব পুষ্প ও ফল, কৃষ্ণ বেদ ও ব্রাহ্মণগণ তাহার মূল। উক্ত ধর্ম্ম পরায়ণ যুধিষ্ঠির দুষ্ট মন্ত্রি শকুনির প্রবঞ্চনাতে পাশক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা পালনার্থে দ্বাদশবর্ষ বন বাস ও একবর্ষ অজ্ঞাত বাস জন্য অপর ভ্রাতৃগণ এবং দ্রৌপদীসহ সমূহ দুঃখ সম্ভোগ ও মনস্তাপ ও অশেষ যন্ত্রণা ভোগাবসানে পঞ্চভ্রাতা দ্রৌপদী সমভিব্যাহারে অজ্ঞাত বাসরূপ বিষম পাশ মুক্ত হইয়া প্রফুল্লিত চিত্তে মৎস্যাধিপতি বিরাট রাজসদনে সমাগত হইলেন তথায় রাজদত্ত দিব্য হীরক খচিত স্বর্ণ সিংহাসনোপবেশনানন্তর সুহৃদ্বান্ধবাদি সহ সম্মেলনে অত্যানন্দ পাথোধি নির্ম্মজ্জিত বিমলোজ্জ্বল চিত্তাম্বুজ তরঙ্গ বিকাশমান হইতে লাগিল। সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তিরা তৎপ্রবাহ দর্শনে বিকাশিত নির্ম্মল নয়ন পাণ্ডু পুত্র পূর্ব্ব বার্ত্তা শ্রবণান্তে ধর্ম্মরাজের চিত্তরঞ্জন বক্তৃতায় রসনা বিস্তার করিলেন, তাহাতে সকল মহাত্মার সম্মতি ক্রমে স্বীয় রাজ্যাংশ প্রাপণার্থে প্রিয়দর্শন ধৌম্য তপোধনকে দৌত্যকর্ম্মে হস্তিনানগরে দুর্য্যোধন সন্নিধানে সম্প্রেরণ করিলেন। ধৌম্য তপোধন কুরুরাজ সভায় প্রবিষ্ট হইয়া অম্বিকা নন্দন ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন "হে রাজন্ তব অনুজ্ঞানুবর্ত্তী পঞ্চপাণ্ডব আপন বিভাগ মত রাজ্য প্রার্থিত হইয়া তব সন্নিকর্ষে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, যথাজ্ঞা বিধানে বিনা বিবাদে রাজ্যভাগ প্রাপ্তির সম্পূর্ণ বাসনা করেন যেহেতুক সুবুদ্ধীর নিরবধি বিশেষ আজ্ঞা স্বীকার করত রাজ্য, ধন, জন, সমস্তৈশ্বর্য্য বিসর্জ্জন দিয়া জটাবল্কল পরিধান পূর্ব্বক তপস্বির বেশে অজ্ঞাতবাসে অরণ্য বিদেশে অশেষ ক্লেশ সহিয়া পাইয়াছেন সম্প্রতি আপনার প্রসন্নতায় পৈতৃকাংশ প্রাপ্ত হইলেই প্রীত হয়েন এবং পরস্পর ভ্রাতৃগণের বিরোধেও প্রয়োজনাভাব [illegible]

পাণ্ডবানুকূল বিধাতাও প্রতিকূল হইয়াছেন ইহা বিবেচনা করত সঞ্জ
য়কে কহিলেন পরমসুবুদ্ধি হইলেও মনুষ্যগণ দৈবকর্ত্তৃক হত হয়েন
এবং এই সংসার দৈবগতিকে যাহা হয় তা [illegible] এতে কেহ শক্ত হয়েন না
অহো কি দুষ্টের অকর্ম্ম [illegible] কাপট্য [illegible] যে শুভাশুভ
জ্ঞাতা দৃষ্টি লক্ষণাতেই বিশেষ প্রভাব হইতেছে, [illegible]ক দুর্যোধন
দুষ্টের কুমন্ত্রণায় কাপট্য ব্যবহারে পাণ্ডু সন্তানদি[illegible] দুঃখ দিয়া
ছেন তাহাতেই মৃতপ্রায় হইয়াছি হে সঞ্জয় যখন শুনিলাম দুর্য্যোধন
ও কর্ণ শকুনি এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে জয় হউক অথবা মৃত্যু হউক
পাণ্ডব দিগকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিব না, তখন বহুক্ষণ বহুবিধ চিন্তা
প্রবাহে ভাসমান হইলাম। আমি বিবাদে সম্মত নহি এবং
কুলক্ষয় দর্শনেও প্রীত নহি আমার স্বপুত্রে পাণ্ডুপুত্রে বিশেষ নাই.
পুত্রেরা সর্ব্বদা ক্রোধ পরতন্ত্রতা প্রযুক্ত আমাকে বৃদ্ধজ্ঞানে অবজ্ঞা
করেন, আমি অন্ধ অতএব দুশ্চিন্ত নিমিত্ত অপত্য স্নেহ বশতঃ সমস্তই
সহ্য করি। অচেতন দুর্য্যোধন মোহাভিভূত হইলেও আমি মোহিত
হই ইহাও যথার্থ বটে কিন্তু তাঁহার জয়ের আশা দূরগতা হইয়াছে
কারণ এই যে যখন শুনিলাম অর্জ্জুন দ্বারকাতে সুভদ্রাকে বল পূর্ব্বক
বিবাহ করিয়াছে অথচ বৃষ্ণি বংশাবতংস বাসুদেব বলরাম মিত্রভাবে
ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়াছেন ও দেবরাজ বৃষ্টি [illegible] কালে অর্জ্জুন
দিব্য শরজাল দ্বারা তাহা বারণ করিয়া খাণ্ডব দাহে অগ্নিকে তুষ্ট
করিয়াছে ও পঞ্চপাণ্ডব কুন্তী সহিত জতুগৃহ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে
এবং মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর তাঁহাদের ইষ্টসাধনে [illegible] হইয়াছে ও জ্যেষ্ঠ
ভক্তি পরায়ণ অশেষ দুঃখ সহিষ্ণু ধর্ম্মশীল পাণ্ডবদিগের বনপ্রস্থান
কালে নানা চেষ্টা ও সহস্র২ ভিক্ষোপজীবি মহাত্মা স্নাতক ব্রহ্মচর্য্য
ব্রত সমাধা করত গৃহপ্রবিষ্ট ব্রাহ্মণগণ বনবাসি যুধিষ্ঠিরের অনুগত
হইয়াছে এবং দেবাদিদেব কিরাতরূপি মহাদেবকে যুদ্ধে প্রসন্ন করিয়া
পাশুপত মহাস্ত্র লাভ করিয়াছে। সত্যসন্ধ অতএব দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ধনঞ্জয়

স্বর্গে গিয়া স্বয়ং দেবরাজের নিকট যথা বিধানে অস্ত্রশিক্ষা করিতেছে ও অর্জ্জুন বরদান গর্ব্বিত দেবতাদিগের অজেয় পুলোমা পুত্র কালকেয় সংজ্ঞক অতিশয় দুর্দ্দান্ত মহাপরাক্রান্ত ষাটি সহস্র অসুর দিগকে পরাজয় করিয়াছে ও অসুর বধার্থে ইন্দ্রলোকে গিয়া কৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছে। কর্ণ মতানুযায়ী ঘোষযাত্রা। প্রস্থিত, মৎপুত্রদিগকে গন্ধর্ব্বেরা বদ্ধ করিয়াছিল অর্জ্জুন তাহাদিগের উদ্ধার করিয়াছে আমার পুত্রেরা বিরাট রাজ্যে দ্রৌপদী সহ অজ্ঞাত বাসকালে পাণ্ডবানুসন্ধান করিতে পারেন নাই ও উত্তর গো গ্রহে মৎ পক্ষীয় অতি প্রধান বীর দিগকে অর্জ্জুন একাকী পরাজয় করিয়াছে ও বিরাটরাজা আত্মকন্যা উত্তরাকে বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা করিয়া অর্জ্জুনকে সম্প্রদান করিয়াছেন অর্জ্জুন তাহাকে আপন পুত্রের নিমিত্ত প্রতিগ্রহ করিয়াছে এবং যুধিষ্ঠির নির্জ্জিত নির্দ্ধন নির্ব্বাসিত ও স্বজন বিয়োজিত হইয়াও সপ্ত অক্ষৌহিণী সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছে তদবধি আমারও জয়ের আশা একেবারে পরিত্যাগ হইয়াছে অতএব হে সঞ্জয় তুমি শাস্ত্রজ্ঞ, মেধাবী বুদ্ধিমান্. পণ্ডিত ও মান্য সকলি বিবেচনা করিতে পার। সঞ্জয় যুধিষ্ঠির সন্নিকর্ষে উপস্থিত্যনন্তর ধৃতরাষ্ট্রের বিমর্ষিত বাক্য বিজ্ঞাপিত করিলেন তিনি কৌরবের প্রবোধার্থে আত্মদূতস্বরূপ সঞ্জয়কেই প্রেরণ করিলেন যেহেতুক দুর্য্যোধন দ্যূতপ্রয়োজনে, আত্মাভিমানে অনেক বিপ্রতিপত্তি সম্ভাবিত করত পুনঃ পুনর্যুদ্ধেচ্ছাই করিতেছেন, আমি কদাচ জ্ঞাতি সহ আহবে আশংসিত নহি কেননা অন্যকার্য্যে জ্ঞাতি বধে নিষ্প্রয়োজন। হে সঞ্জয়ে নৈপুণ্যাদি গুণ প্রতিভান্বিত দুর্য্যোধনকে ইত্যাদ্যুপদেশ বিশেষ রূপে বিনম্রভাবে প্রদান করিবা যে আত্মসম্মান রক্ষা করত শাস্ত্রবিহিত রাজ্যভাগ দিয়া অস্মদাদিকে বাধ্য রাখেন। সঞ্জয় তথা হইতে প্রত্যাগমন পুরঃসর অমরাবতিকা গত হইয়া কুরুসভায় সন্নিবিষ্ট সভ্যগণ সম্বোধনে সকল সন্দেশ উক্ত-

করিলে তত্রস্থ সমস্ত মহাত্মাই নিরুত্তর হইলেন অন্ধ নৃপতি তদ্বাক্য শ্রবণান্তে শোকান্ধকারে অন্তর্ভূত হইয়া বহ্বাক্ষেপ যুক্ত নিরুক্ত করিলেন। যেমন ক্রোধেতে গুণ সমূহ ও দম্ভেতে সভাবাক্য ও পরদ্বেষী হইলে ধন ও কুচেষ্টা বিশিষ্ট জনের পৌরুষত্ব শীঘ্র নষ্ট হয় তদ্রূপ পৈশুন্যতা দোষে কুল বিনাশ পায় অতএব মমপুত্র দুর্জ্জয় দুর্য্যোধন অবিবেচনীয় সংকল্প ও বিবদনীয় প্রসঙ্গ পরিত্যাগ না করিয়া বিজিগীষা মদে মত্ত হইয়া বিষম বিপদে পতিত হওনের নিমিত্তেই শকুনি কর্ণ দুঃশাসনের মন্ত্রণায় যুদ্ধসজ্জায় সজ্জীভূত হইতে উদ্যোগী আছেন এই বিগ্রহ বাসনা রূপ নিগ্রহ বীজ, প্রগাঢ় হৃদয় গহ্বরে উপ্ত হইল ইহাতেই যে ক্ষত্রিয় কুল বৈবস্বত কর গৃহীত হইয়া দারুণ যন্ত্রণা প্রাপ্ত হইবেন তাহাতে কোন সন্দেহ রহিল না। ধৃতরাষ্ট্রের প্রমুখাৎ সঞ্জয় এই সকল বাক্য শুনিয়া সবিস্ময়ে সত্বরে বিরাট নগরে গমন পুরঃসর যুধিষ্ঠিরাদির সমিধানে সমস্তই ব্যক্ত করিলেন অনন্তর কৌরবের দিগের সহিত বৈরানুবন্ধের কোন কারণ না পাইয়া ধর্ম্মশীল যুধিষ্ঠির তৎকালেও লোক ধর্ম্মভয়ে তত্রস্থ রাজসভায় সমুপস্থিত দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ সমীপে

শ্রীকৃষ্ণের কুরু সভায় গমন। পূর্ব্বের অপূর্ব্ব বার্ত্তা সমুদায় করপুটে নিবেদন পূর্ব্বক কুরু সভায় প্রেরণোপযুক্ত পাত্র তাঁহাকেই নিরূপণ করিলেন। ভক্তবৎসল দীন দয়ালু ভগবান ভক্তাধীন হইয়া কুরু সন্তানের প্রবোধার্থে হস্তিনা নগরে গমনে স্বীকৃত হইলেন। তৎকালে দ্রৌপদী অতি দুঃখিতাভাবে ঝটিতি সন্নিহিত হইয়া সবিনয়ে সমাবেদন করিলেন হে পরাৎপর জগৎ জাগরূক জনার্দ্দন অস্মদ্দুঃখের কথা কি কহিব নিতান্তই নিষ্ঠুর পাপী দুর্য্যোধন যত কষ্ট দিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই তথাপি তাহার অন্তঃকরণে সমর সমস্ত বাসনার নিরাস হইতেছে না কিন্তু নিষ্ঠুর জ্ঞাতি নিচয় পুষণ তনয় নিলয়ে গমনার্থক যুধিষ্ঠির চৈত্তির বৈমর্থ্যতা প্রযুক্তই সুনির্ম্মল কৌরব কুল কলঙ্কাঙ্কিত

করিতেছেন তথাপি তাহার পাপ পিপাসার কৃশা না হইয়া বরং অহরহ নিরবগ্রহ মম আত্ম গৌরবত্ব প্রাপ্ত্যর্থে বিশেষ ভাবে চিত্তবাধ করত পাণ্ডবদিগের অহিত চিকীর্ষু হইয়াছেন। হে কমল লোচন বিষ্ণো নির্ম্মল শান্তনিত্য সূক্ষ্মবুদ্ধি দ্বারা সকলের অন্তর্যামিত্বরূপে প্রাণস্বরূপ জীবমাত্রেরই কার্য্যাকার্য্য দেখিতেছেন দুর্য্যোধন সকলের বাক্যাবজ্ঞাকরত অহঙ্কারে অহিতকার্য্য প্রবর্ত্তহইয়া শান্ত্যন্তঃক রণে বাক্যাংশ প্রদানে অসম্মতি প্রকাশ করিতেছে; বিশেষতঃ ঐ পাপিষ্ঠ দুষ্টের মন্ত্রণায় সভামধ্যে অনুপযুক্তাভিমর্ষণে আসক্তমনা হইয়া এঅধীনির কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক আকস্মিক উপস্থিত করাইয়া আত্মন্যায় অপর দুরাচারিকে বিবস্ত্রা করিতে অনুমতি দিয়াছিল ও যখন পরিধেয় বস্ত্র আক্রোশ পূর্ব্বক ধারণ করিল তখন প্রতিক্ষণ অনুতাপিনী হইয়া লজ্জানিবারণার্থে তোমারই প্রতীক্ষণ করত অনুনয়ে গ্রাহকের অনুগ্রহ যাচ্ঞা করিয়াছিলাম ও বিপুল বিক্রান্ত বিপক্ষা বলী বেষ্টিত হইয়া অপার সমুদ্রে পতিতানন্তর আত্মলজ্জা রক্ষার অন্যোপায়াভাব দর্শনে ম্রিয়মাণে তবচরণে একান্ত শরণ লইলাম এবং অনুর্ব্বেদনাভিভূতত্ব নিমিত্ত কতই বা আম্রেড়িত বিনতি স্তুতি ও সকরুণ বাক্যোক্তি করত মুক্তি প্রার্থনা করিলাম মহাত্মা সভাগণ দুষ্টের ভয়ে নিরুত্তর হইল. কেহই আমা প্রতি করুণা বিতরণ করিল না, সুতরাং ক্রমশোবসন্না হইয়া কেবল তব করুণা বলবতীজ্ঞানে ব্যাকুলিতান্তঃকরণে তোমার সজল জলদ শ্যামল স্মেরবক্ত্র কমল লোচন ও পীতবাসঃ পরিধায়ি পরেশ রূপ স্মরণ পূর্ব্বক তুষ্ণীম্ভূতা হইলে তৎকালে ঘোরতর বিপদ তিমিরাপনয়নার্থে করুণালিঙ্গিত বিমলজ্ঞান কিরণ বিস্তারিত করিয়া আপদ ভঞ্জন নামগুণে অস্মদ্দুঃখদর্শনে অস্থির হইয়া গগন মার্গ হইতে অনবরত বিবিধ বিচিত্র চিত্র চিত্রিত বাসী

ভূত বস্ত্র যোগাইয়াছিল। তাহাতে নানামত বর্ণযুক্ত নীলপীত লোহিত পীত শ্বেত বিরচিত বসন পর্ব্বত প্রমাণ দর্শনে ত্রাসিত ও চমৎকৃত জ্ঞানে তোমারই গুণোৎকীর্ত্তনে দৃঢ়াবিষ্ট হইলাম যেহেতুক দুঃশাসন আমার পিন্ধন বসন সযত্নে যতবার আকর্ষণ করিল ততই বৃদ্ধি হইতে লাগিল সভাগণ তোমার এই বিচিত্রিত কার্য্যে আশ্চর্য্য, অলীক্ষিত ব্যাপারে পরস্পর কহিয়াছিলেন যে এতদ্রূপ কখন অশ্রুত বিবিধ শাড়ী স্থানেং পুঞ্জং শাড়ি ও দৃষ্ট করেন নাই,, এবঞ্চ অনপত্রাপিষ্ণু দুর্য্যোধন ও সমস্ত সভাগণ কর্ত্তৃক দূষিত আবিষ্কৃত হইলেন হে কৃষ্ণ তব প্রসাদাৎ তৎকালীন কেহ বিবস্ত্রা করিতে পারে নাই অপর যখন শুনিলাম কুরুরাজান্তঃপুরে দাসী হইয়া অবস্থিতি করিতে হইবেক তখন থরহরে কম্পিত কলেবরে সভয়ান্তরে বিষম শোক পাথারে পতিত হইয়া স্বামিগণ দৃষ্ট পুরঃসরে উচ্চৈস্বরে কাতরে রোদন করত অধোবদনে মৌনাবলম্বনে রহিলাম ইতিমধ্যে মন্দবুদ্ধি দুঃশাসন নানা প্রকার কটূক্তিকরত কর্ণের আজ্ঞায় অন্তঃপুরী মধ্যে যাইতে কহিলে শিরে বজ্রাঘাত প্রায় জ্ঞান করিয়া সমূহ পরিতাপিতা হইলাম যেহেতুক পূর্ব্ব জন্মান্তরীয় অসুক্রম কর্ম্মাকরণ প্রত্যবায়ে সম্প্রতি বিধাতা বুঝি এই অলৌকিক শাস্তি দিলেন, হায়ং শোক সাগরে নিমগ্ন হইয়া যত বিনতি স্তুতি করিয়াছিলাম তত্তাবৎ বাণী কাহারু কর্ণ কুহরে স্থান পাইল না। একি সামান্য বিড়ম্বনা অহোকৃষ্ণ পূর্ব্বে মম স্বয়ম্বরকালে পিতৃগৃহে সমাগত রাজবর্গ আমাকে একবার মাত্র দেখিয়াছিল তদবধি চন্দ্রসূর্য্য পবনাদি কি অন্যান্য জন কখন দৃষ্ট করেন নাই কদাচ ভ্রমবশত দ্বিষাম্পতীন্দু সন্দর্শিত হইলে তৎক্ষণাৎ পাণ্ডবেরা সমূহ ক্রোধী হইতেন এতদ্রূপাবস্থায় অবস্থিত্যনন্তর এ অভাগিনীর দুঃসময় সহকারে সেই পাণ্ডবগণের দৃগ্গোচরে আপামর সাধারণ মনুষ্যই আমার দুর্গতি দেখিয়াছিল। পরন্তু লাঞ্ছনান্বিতা হইয়া গুরুজন সান্নিধানে

দাসীর যোগ্য যোগ্য বিচার যে পুনঃ২ কহিলে সভাস্থ সকল ব্যক্তিই নিরুত্তর হইলেন কেবল অস্মদ্ দুঃখাসহ্যতায় কুরুকুল শ্রেষ্ঠ পুণ্যবান ভীষ্মদেব স্তব্ধপ্রায় থাকিয়াও করুণা ভিনিরান্বিত উপদেশক বাক্য কহিয়াছিলেন যে বারম্বার কেন জিজ্ঞাসা কর সভাস্থিত প্রাচীন দ্রোণাদি মহাত্মা নিবহের জীবনে কি জীবন আছে সকলেই হত প্রায় হইয়াছেন অতএব মৃতলোককে কোন কথা জিজ্ঞাসিত হইলে কি প্রতি বাক্য প্রদানে শক্ত হয়েন, হে কল্যাণি দ্রুপদসুতে ধর্ম্মব্যতীত ইহ সংসারে অন্যাভীষিত সখানাই তদ্ধর্ম্মাশ্রয় করাই শ্রেয়স্কর কেননা ধার্ম্মিক ব্যক্তি ধর্ম্মবলে বহুকষ্ট যুক্ত না হইয়া বরং রক্ষিত হয়েন তুমি সেই ধর্ম্ম সহায়িনী হইয়া অচিরেই অরিগণ নিধন করিবা তাহার কোন সন্দেহ নাই অপর তোমার দাস্যবৃত্তিতা বিষয়ে যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করাবিধেয় এ বিচারণা অস্মদাদির নিতান্ত সাধ্যাতীত ইহা শ্রবণ করিয়া মনোদুঃখে অধোমুখী হইয়া ক্রন্দন করিতেছিলাম তৎ সময়ে দুঃশাসন বারম্বার কেশাকর্ষণ করিতে লাগিল এবং দুর্য্যোধন সহাস্য বদনে উক্ত করিল আরে কৃষ্ণা অকারণে কেন রোরুদ্যমানা হই তেছিস তোর স্বামী যুধিষ্ঠির পাশক্রীড়ায় প্রতিজ্ঞায় তোরে বিসর্জ্জনা দিল ইদানীং পরাজিত হইয়া দাসীবৃত্তির আপত্তি করিতেছিস দেখ তোর পঞ্চপতি বসন ভূষণ পরিত্যাগ করিয়া ভূমিতলে ভৃত্যভাবে দণ্ডা য়মান রহিয়াছে আসনোপবেশনের যোগ্যতা নাই তুই কি অহঙ্কারে কথাকহিতেছিস ইত্যাদি দারুণা বাণী কর্ণ বিবরে অশনি পতনবৎ সম্প্রবেশিত হইলেসভাস্থ রাজবর্গ সকলেই মন সমবায় বাঙ্ নিষ্পত্তি না করিয়া নিঃশব্দে একদা পঞ্চপাণ্ডবের মুখ নিরীক্ষণ করি লেন তখন ধারাধর বর্ষণপ্রায়া বিগলিতাশ্রু মুখীও দীনা মলিনা ভাবা ন্বিতা আমাকে দর্শন করিয়া ভীম নিতান্ত দুঃখ ও অপমান সহ্যকরণা সমর্থ হইয়া ভীষণ মূর্ত্তিধারণ পূর্ব্বক করেং করাকর্ষণ করিয়া ভয়ঙ্কর

নিন্দা করিয়া শিষ্ট ব্যক্তি দুঃখিত হয়েন সেইরূপ দুর্জ্জন ব্যক্তি পরের
নিন্দা করিয়া আহ্লাদিত হয়েন। হে কৃষ্ণ ইহ জগতী মধ্যে কি
আশ্চর্য্য ব্যবহার দৃষ্ট হইতেছে যেহেতুক কুরুকুলাধম দুর্য্যোধন
অদ্যাপিও হিংসাবলে হিংসারূপ বৃক্ষরোপণ করিয়া তদাশ্রয়ে জীবন
রক্ষা ও পুণ্যজনিত সুফলরূপ রাজ্যাদি সুখাস্বাদন করিতেছে আর
অহিংসা পথাবলম্বী ধর্ম্মরত যে পাণ্ডবগণ তাঁহারা অশেষ দুঃখাদি
ভোগ করিতেছেন তথাপি পর্য্যবসান হয়না। অতএব পুণ্যবন্তেরই কাল
সহকারে পাপলক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে সে যাহাহউক কুরুকুল ধ্বংসব্যতীত
না এবম্বিধের নিস্তারের পন্থান্তর দৃষ্ট হয়না। এবং পাণ্ডবেরা দূত প্রেরণ
করিয়াও পাপকারি দুর্য্যোধনকে পুনঃ২ নানাবিধ বুঝাইবারজন্য অশেষ
যত্ন করিয়াছেন তথাপি প্রবুদ্ধ হয়েন নাই যেমন মুমূর্ষুজন মৃত্যুকালে
ঔষধ ভক্ষণ করেনা ও যেমন অতি বিপন্ন লোকেরা বিনাশকালে অসৎ
ব্যবহার করে সেইমত দুর্য্যোধনের আসন্নকাল উপস্থিত হইয়াছে তজ্জন্যই
সুজনবর্গের বাক্য গ্রহণ করেনা কিন্তু তোমার বাক্য লঙ্ঘন হেতুক তাহার
পাপ বৃক্ষের প্রতিফল অবশ্যই হইবেক ইত্যাদি দ্রুপদকন্যার খেদান্বিত
বচনে কৃষ্ণ কৃষ্ণাকে করুণারসাভিষিক্ত বাক্যোক্তি করিয়া সান্ত্বনা করি
লেন [illegible] তোমার দুঃখ ত্বরায় প্রশমন ও দুর্য্যোধনাদি অচিরে শমন
গ্রাসে পতিত হইবে। হস্তিনায় শুভ যাত্রাকালীন শ্রীহরি সন্নিধানে
পাণ্ডব সকলে ঐকমত্য হইয়া ক্ষমাশীল স্বভাবে ইহাও কহিয়াছিলেন
যে হে বিপদ্বিদারকারিন্ কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিলেন রাজাদেশ বৃত্তি অশ্ব
গজ ধন, জন, সকলই তাঁহার বশতাপন্ন হেতুক বিসর্জ্জন দিয়া উদা
সীন হইয়াছেন এক্ষণে যদিচ দুর্য্যোধন সমুচিত রাজ্যাংশ না দেন তবে
কেবল ইন্দ্রপ্রস্থ কুশস্থল বারণানগর হস্তিনার উত্তরাংশে সুকান্তি
বাশিষ্ঠি গ্রাম ও তাহার দক্ষিণাংশে পাণ্ডব নগর এই পঞ্চগ্রাম মাত্র
প্রদান পূর্ব্বক অবশিষ্ট সাগরাবধি হিমাচল পর্য্যন্ত সমস্ত রাজ্যসম্ভোগ

করুন্ পুনর্ব্বিরোধে প্রয়োজন নাই যদিস্যাৎ কুরুনন্দনেরা ইহাতে অস্বীকৃত হয়েন তবে এই মহাপাপে চিরস্থায়িনী রাজলক্ষ্মী অচিরাৎই দবীয়সী গতা হইবেক এবং রাজা প্রাপ্ত্যর্থে তাঁহাদিগকে সংহার করিলেও পাপ ও কলঙ্ক নাই। অনন্তর ভগবান্ উপস্থিত হইলে যথা যোগ্য সম্মান পুরঃসর সভাস্থ সভ্যনিকায় সদভিবাদন করিতে লাগিলেন ভগবান্ তত্রস্থ মহাত্মাগণকে বচন মাধুর্য্যতায় তৃপ্ত করিয়া তদীয় বিদুর গৃহে উপস্থিতানন্তর অধিবাস করিলেন, ঐ দীনহীন বিদুর ভক্তমনা হইয়া যথার্থ ভক্তিভাব প্রকাশ পূর্ব্বক অখণ্ড সাধ্য সেবা শুশ্রূষা সম্পন্ন করত কৃষ্ণ মাহাত্ম্য বর্ণনা করিলে স্তুতি বশতঃ সন্তোষ সমন্বিত হইয়া নারায়ণ সকৌতুকে কহিলেন হে বিদুর তোমার মধুর কথায় কি উদর জ্বালা দূর হয়, আপাততঃ ক্ষুৎপিপাসাভিভূতত্ব নিমিত্ত জঠর জ্বলিতেছে এবং স্নানানন্তর বিনা জলপানে চিত্তাচৈতন্যাক্রান্ত কাতর হইতেছি বিদুর ঈদৃগুক্তিতে উদার বিদুর অচ্যুত দামোদরের ক্ষুধা দূর করণার্থে সমাদরে স্বীয় গৃহোদর সমাবিষ্ট হইয়া অবশিষ্ট কেবল কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র ভিন্ন দ্রব্যান্তর প্রাপ্ত দুষ্কর দেখিয়া দুরদৃষ্ট মনস্তাপে দুর্ব্বিষহ তাপকরণে দুঃসাহসে তাহাই পদ্মপতির পদ্ম করে প্রদান করিলে শ্রীপতি দুঃস্থাবস্থান্বিত বিদুর দত্ত তণ্ডুলকণামাত্র প্রাপ্তি পূর্ব্বক করেৎ করান্তরে বন্ধন করিয়া সন্তুষ্ট মুখব্যাদান করত যথোপিসম্ভোজন করিলেন বিদুর তৎকালে লজ্জায় নয়নোন্মীলন না করিয়া কৃষ্ণ প্রত্যাবর্ত্তন নিমীলন করিলে অন্তর্যামী নারায়ণ তাঁহার এবম্ভূতাচরণ দর্শনে সরম ভক্তজ্ঞানে উদীরিত হইল যে অদ্যবাসরে যাহা ভিক্ষায় লব্ধ হইয়াছে তাহাই রন্ধন করিয়া দেহ। অদ্য তব গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক মাধ্যাহ্নিক ভোজন ও আমোদ প্রমোদে ইষ্টালাপ করত কৌরবের বিবরণ শ্রবণ পুরঃসর রজনী জাগরণ ও কর্ত্তব্যানুষ্ঠান প্রসঙ্গ করিবারই সম্পূর্ণ আকুঞ্চন করিতেছি। বিদুর ভোজনায়োজন নিমিত্তক কুন্তীকে কহিলে তিনি

হইয়া ইত্যদ্ভুত মায়া প্রকাশ পূর্ব্বক মাতৃমুখ দর্শনে কায়াবি [illegible] দয়াদৃষ্টি প্রসারণ দ্বারা নিজ মায়া পরিত্যাগ করত স্বেচ্ছায় বন্ধন স্তভন গ্রহণ করিয়াছিলা হে আদি নিরঞ্জন পূর্ণব্রহ্মন্ অল্পমতি দুর্য্যোধন নিমিত্ত কি কারণ ক্রোধ করিতেছেন সর্ব্বশক্তিমান্ নারায়ণের শক্তি অতিক্রান্ত পরাক্রান্ত কে আছে অতএব সাত্ত্বিক স্বভাবে সমাপরাধ ক্ষমা করুন্। কৃষ্ণ বিদুরের প্রবোধবাক্যে কোপাগ্নিজ্বলিত মানস বারিতে বারণ করিয়া কৌরবের দোষ খণ্ডন পূর্ব্বক উক্ত করিলেন যে অচিরে দুষ্টদমন হইবেক অত্র সন্দেহো নাস্তি। অনন্তর বিদুর পরম পুলকান্বিত হইয়া কৃষ্ণ সাত্যকিসহ নানাপ্রকার কাব্য কৌতুক কথালাপে তিন জনে বহু নিশীথিনী সুখে জাগরণপূর্ব্বক অবশেষে কথাশেষে শেষভাগে শয়ন করিলেন। পরেদ্যুঃ শ্রীকৃষ্ণ প্রভাতে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করত কুরুরাজ সদনে প্রয়াণ পূর্ব্বক শীঘ্র রাজসিংহাসনোপবেশন করিলে নানা দিগ্‌দেশীয় রাজ সমূহ এবং নারদ, পৌলস্ত্য দেবলাদি মুনিগণ অন্ধের ভবনে উপস্থিত হইয়া যথাযোগ্যাসনে বসিলেন তাহাতে সভার পরমাশোভার পরিসীমায় ইন্দ্রের দেবসভার রুচিও সামান্যা জ্ঞান হইতে লাগিল। তত্রস্থ রাজসভায় শৌরি প্রসন্নাধীন কহিলেন হে ধৃত রাষ্ট্রাদি কৌরবগণ ও রাজা দুর্য্যোধন একায়নে শ্রবণ কর ধর্ম্মনন্দন জ্ঞাতি বিরোধ ভঞ্জনার্থে বিনতি প্রকাশ পূর্ব্বক আমাকে সংপ্রেষণ করিয়াছেন তাঁহারা সমুচিত রাজ্যাংশ প্রাপ্ত হইলেই তুষ্ট হয়েন এবং পরস্পর ভ্রাতৃগণ নির্ব্বিরোধে রাজ্যাদি ভোগ সুখে নির্বৃত থাকেন ইহাই সম্পূর্ণ বাসনা করেন ও বরিষ্ঠ বলিষ্ঠ পরিশুদ্ধ চিত্ত সাধু পাণ্ডবেরা আত্মার দৃষ্ট মন্যমানে দুর্য্যোধনাদি কৃতাপরাধ বৃন্দ মার্জ্জনা করিয়াছেন,, ইত্যাদি বাক্য শ্রুতি গোচরীভূতা হইলে ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধন প্রতি কহিলেন হে পুত্র শুভংয়ু কৃষ্ণ প্রমুখাৎ পাণ্ডবদিগের বিনয় বচন শ্রবণ করিলা এক্ষণে তাঁহাদের পূর্ব্বাধিকৃত রাজ্য ধন রত্নগ্রাম নগর্য্যাদি প্রদান

পূর্ব্বক সমুদয় রাজ্য সম্প্রীতি বর্দ্ধন ও ইহলোক প্রাপ্য পূর্ণানন্দ ভোগ কর নচেৎ পশ্চাৎ বহুদুঃখ পাইবে। এবং পাণ্ডবেরা পাশক্রীড়ায় যে নিয়ম করিয়াছিল তাহাতেও মুক্ত হইয়াছে তবে অকারণে কেনইবা যুদ্ধ কর এই গর্হিত অপকর্ম্মে ধর্ম্মে সহায়তা না হইয়া বরঞ্চ সর্ব্বতো ভাবে ইহ সংসারে অপযশ অপকলঙ্ক ভাজন হইবা, দুর্য্যোধন উত্তর করিলেন তাত জীবিতবান্ থাকিতে কি পরাধিক পাণ্ডব সহিত প্রীতি সংঘটনা হইবেক তাহাদের শক্তি থাকে যুদ্ধ করিয়া রাজ্য লউক। ইতিবাক্যে ধৃতরাষ্ট্র নিতান্ত বিরক্ত হইলেন। অনন্তর ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা ও নারদমুনি প্রভৃতি সভাসদ [illegible] প্রত্যেকেই প্রবোধ দিতে লাগিলেন হে মলিনাশয় রাজন তোমার [illegible] মনাপ কর্ষণ ও মাৎসর্য্যাদি দোষ বিনির্মুক্ত কি হইবেক না যাহা হউক ধর্ম্ম শাস্ত্রসম্মত জ্ঞাতি বস্তাপহরণ রূপ কর্ম্মই অতি অধর্ম্ম জ্ঞান করিতে হয় অতএব তুমি স্বধর্ম্মে স্থিতিকরত উপস্থিতবিষয়ে সম্মতিতে সম্মত হইয়া অধর্ম্ম কর্ম্মাহুতি দুর্ম্মতি প্রকৃতি প্রকৃতরূপে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সম্প্রতি প্রকৃত রাজ্যাংশ প্রদান করুক পাণ্ডবগণের প্র[illegible] প্রীত কর তাঁহাদিগকে বিরক্ত করা কদাচ শ্রেয়স্কর নহে যে হেতুক [illegible] মহাত্মারা জগন্মণ্ডল মধ্যে অজেয় হইয়াছে। ইন্দ্রাদি দেবগণ তোমার সপক্ষ হইলেও তাঁহাদিগের সহিত সমরে জয়ী হওয়া কঠিন হইবেক। অতএব স্বপক্ষ থাকিয় অতিশীঘ্র ধর্ম্মাধিকারি যুধিষ্ঠির [illegible] পূর্ব্বঃ সর্ব্ব পাণ্ডবদের কুঠারি সম্মান ও দন্তে তৃণচ্ছেদন করত বিনয় পূর্ব্বক প্রাগ পূর্ব্বাপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা ও অর্দ্ধ রাজ্যাংশ প্রদান ও রাজাকে স্বগৃহ প্রদেশে আনিয়া রাজ্যাভিষিক্ত করিলেই কুশল হইবেক। সর্ব্বশেষে পরশুরাম ব্যাস পৌলস্ত্য প্রভৃতি প্রাজ্ঞতম পুরুষ কর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্ত বিবিধ বিধি বিধানে প্রবোধক বাক্য প্রোক্ত হইলেও প্রবোধিত হওয়া দূরে থাকুক বরঞ্চ ঐ সকল বাক্য কাপুরুষ কুরুকুলপতির কর্ণকুহরে

কণ্টকেরন্যায় প্রবেশ করিল তদ্ধেতুক কাহার কথাই তাঁহার শান্তো
পহত চিত্তে স্থান পাইল না সুতরাং তৎকালে অন্ধরাজ অধোবদনে
চিন্তা করিলেন যে শেষকালে মম দৌর্ভাগ্য বশতঃ কুপুত্রের কুমতি
বৃক্ষের বলে কালেতে ফল ফলনের প্রাক্কাল দেখিতেছি। তখন
ও কৃষ্ণ কহিলেন হে কুরুরাজন্ যদ্যপি অর্দ্ধ রাজ্য প্রদান না কর তবে
ইন্দ্রপ্রস্থ কুশস্থল বারণাবত শিক্ষাগ্রাম পাণ্ডবনগর এই পঞ্চগ্রামমাত্র
প্রদান করিয়া নিষ্কণ্টকে বৈভব ভোগ কর। আমি তোমাদিগের
উভয় কুলেরই সর্ব্বদা হিতচিন্তা করিতেছি অতএব মম বাক্যে পাণ্ড
বসহ প্রীতি করাই শ্রেয়স্কর, কেননা পরাধীন পাণ্ডুপুত্রেরা
তোমাকর্ত্তৃক বহু কষ্ট পাইয়া অরণ্যাদি ভ্রমণ হেতুক উদাসীন
একান্তক্লান্ত হইয়াছে কদাচ তবসহ যুদ্ধেচ্ছুক নহে এমত সময়ে
জ্ঞাতি হনন করা অতি অনুচিত। হে দুর্য্যোধন তুমিও অনেক
শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াছ, পৃথিবীতে জ্ঞাতিবধ তুল্য আর মহাপাতক
নাই অতএব পুনঃ২ বারণ করিলেও আমার বাক্য উল্লঙ্ঘন
কর। জগৎপতির বাক্যের শ্রবণে দুর্য্যোধন মহারোষে উত্থান
পূর্ব্বক রুক্ষকণ্ঠে ব্যক্ত করিলেন যে পাণ্ডবকে তীক্ষ্ণ সূচ্যগ্র পরিমিত
ভূমিও বিনা যুদ্ধে দিব না এই অখণ্ড প্রতিজ্ঞা করিলাম। এবম্বিধ
কঠোর বাক্য প্রতীত হইলে চিন্তাযুক্ত রহিলেন কিঞ্চিৎকাল গতে কৃষ্ণ
ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, আমি উভয় পক্ষের হিতার্থে দূত স্বরূপে আ
সিয়া বিদুর মুখে অত্যদ্ভুত বাক্য শুনিলাম যে তোমার পুত্র আমাকে
বন্ধন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল অধিক কি কহিব পুত্রদিগের কুবুদ্ধি
দর্শয়িত্রী এক্ষণে [illegible] দুর্য্যোধনের স্কন্ধে দুষ্ট দেবী অধিষ্ঠান করত
কুবুদ্ধিকে প্রদর্শন করাইতেছে হে রাজন্ তোমাপ্রতি যুক্তিপাত করত
সমস্ত দোষ মার্জনা করিতেছি নতুবা পাণ্ডবেরাই বা কেন বন ভূমি
ভ্রমণ ও বহুবিধ দুঃখভোগ করিবে এবং আমিই বা কেন তব [illegible]

আগমন পুরঃসর দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক দূরীকৃত হইব। যেমন প্রকাণ্ড প্রচণ্ড কেশরী ক্ষুদ্র মৃগকে ও গরুড় নাগগণকে বিনায়াসে খণ্ড২ করে, তদ্রূপ কুরুগণকে এক মুহূর্ত্তেই শমন ভবনাগারে প্রকর্ষরূপে প্রেরণ করিতে পারি। ইত্যাদি বাক্য কহতেং উচ্চৈঃস্বরে হাসিতেং আরক্ত লোচনে অতিরোষে ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক দয়াময় দেব মায়াদ্বারা স্বীয়াঙ্গ অপাঙ্গভঙ্গীতে ত্রিলোকলোক দেখাইলেন। তাহাতে সমাগত সভানিকায় দিব্যচক্ষু প্রাপ্ত হইয়া একতান স্থিরদৃষ্টে ভগবানের বিশ্বমূর্ত্তি দর্শন করত বিস্মিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ মহাত্মা মুনি নিচয় ও ভীষ্মাদি মহাজনগণের স্তুতি তৎপরতায় প্রসন্ন হইয়া বিশ্বরূপ মায়ার বিভূতি সম্বরণপূর্ব্বক পুনরপি দুর্য্যোধনকে সভাগণ সাহিত্যে নানামত সদুপদেশ সম্প্রদান করিলেন তাহাতেও সুবোধিত না হওয়াতে পরম ভাজন সভাজনে সম্ভাষণ করত তথা হইতে প্রস্থান পূর্ব্বক কুন্তী ও কর্ণ সহ সাক্ষাৎ ও কুরুসভার সমস্ত বৃত্তান্ত সুবিদিত করত সৈন্যগণ সাহিত্যে নানা বাদ্যোদ্যম কোলাহলে বিরাট রাজসভায় উপনীত হইলেন। পঞ্চপাণ্ডব সসম্ভ্রমে বিশ্বম্ভরের উচ্চাসন সমর্পণ করত কার্য্যসাধন বিবরণ বিস্তারিত রূপে শ্রবণ করণ কারণ জনার্দ্দন সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিত হইলে শ্রীহরি কহিলেন নরাধম দুর্য্যোধনের অবাধ্যতার কথা কি ব্যক্ত করিব, তোমাদের প্রাপ্য রাজ্যাংশ প্রদানার্থে বিধিমতে বুঝাইলাম কোন ক্রমেই স্বীকৃত হইলনা অনন্তর পঞ্চগ্রাম মাত্র দিতে কহিলে তৎকর্ত্তৃক উত্তরীকৃত হইল যে যুদ্ধব্যতীত সূচ্যগ্রাচ্ছাদিত ভূমিও দিব না এবং মমবাক্য অগ্রাহ্য করত অজ্ঞানবর সভা হইতে যুগপৎ সক্রোধে উঠিয়া গেল অতএব দুর্য্যোধন সহ নিশ্চয় যুদ্ধ করিতে হইবেক সম্প্রতি ইহার প্রবিধান করহ। রাজা যুধিষ্ঠির এবম্ভূত আশ্চর্য্য উক্তবাচ্য শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধনের মাৎসর্য্য ও চাতুর্য্যের প্রাধর্য্যে যুদ্ধকার্য্যে প্রবর্ত্ত

হইয়া কোপ পরতন্ত্র প্রযুক্ত অবশাঙ্গ হইলেন, পরে কৃষ্ণ নাদিকে কহিলেন দুর্য্যোধন সুপথ সৃজন করত পুনঃ২ সমরে প্রস্তুত হইতেছে অতএব রণসজ্জে প্রবর্ত্ত হও। নিজানুজ সহদেবকে কহিলেন রণযাত্রার শুভদিন নির্ণয় ও কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধার্থে সপ্তাক্ষৌহিণী সেনাগণকে সুসজ্জীভূত হইতে আদেশ কর। তিনি আজ্ঞামাত্র শিরে ধারণ পূর্ব্বক সৈন্য কটকে সংবাদ দিলেন। বলোন্মত্ত সেনানিচয় নানাস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জীভূত হইয়া মহা সমারোহে গগনস্পর্শী হুহুঙ্কার রবে পৃথ্বী কম্পান্বিত করিতে লাগিল। রাজা যুধিষ্ঠির উলুক দূত মুখাৎ কৌরবগণের বিগ্রহান্বিত বাক্য শুনিয়া সাবনয়ে শ্রীহরিকে কহিলেন বিনারণে আর উপায়ের পথনাই সুতরাং তদুচিত কার্য্য বিধানই কর্ত্তব্য হইল। অনন্তর কারুণ্যময় শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ যুদ্ধাজ্ঞা প্রদান করিলেন অনন্তর যুধিষ্ঠিরের অনুমত্যনুসারে চতুর্দ্দিকস্থ সহস্র রাজবর্গ সসৈন্যে সমাহুত হইয়া, বিরাট নগরে উপস্থিত হইলেন এবং পঞ্চকোটি রথী ও ত্রিংশৎ কোটি হস্তী ও যাটকোটি পদাতি এবং হস্ত্যশ্বারূঢ় অসংখ্য মহাবীর সারথিগণ ও প্রাগুক্ত সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা সহ আগত মহারথ পরাক্রান্ত বিপক্ষ কৃতান্ত সম দুর্দ্দান্ত সৈন্যাবলী সম্বেষ্টিত হইয়া বিপুল বিক্রমে সিংহনাদ শঙ্খধ্বনি জয়ঢক্কাদি বিবিধ বাদ্যোদ্যম করিতে লাগিল এবং মহাপ্রভাবান্বিত ঘটোৎকচ বীর কিম্বদন্তী দ্বারা সমস্ত পক্ষকে কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ বার্ত্তা জ্ঞাপনান্তর দুই কোটি রাক্ষস পরিবার সহ উপস্থিত হইলেন। পুত্র সহ বিরাট নৃপতি ও পঞ্চাল রাট্ ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণজয়ন্ত জয়সেন শূরসেন নৃপ কাশীরাজ শিখণ্ডী প্রভৃতি সমস্ত সম বলে ক্ষত্রভুজগণে চতুরঙ্গ সেনা দলবল সাহিত্য উপনীত হইলে রাক্ষসাদির বীর একদা শত২ বৃংহিতসম মহাঘোর শব্দে ত্রিভুবন কম্পান্বিত করিয়া পরমামোদে পাথোধি সলিলে নিমজ্জমান হইয়া শাঙ্খ ধ্বনি ধারণ করিলেন এবং

হয় তবে তোমার দিব্য চক্ষুঃ প্রদান করিতে পারি, তাহাতে অন্ধরাজা করুণা চিত্তে ব্যাস তপোধনকে কহিলেন, তদ্দর্শন দূরে থাকুক পৃথ্বী মধ্যে এমত কোন ব্যক্তি আছে যে আত্মকুল ক্ষয় প্রাণে সহ্যতা করিতে পারে। অতএব আত্মনঃপ্রসাদাৎ স্বকর্ণেই শ্রবণ করিব ইত্যুক্তানন্তর তাঁহার চরণ ধারণ করিলেন। মহর্ষি ব্যাসদেব গোস্বামী ক্ষণেক চিন্তা করত সঞ্জয়কে ত্রিভুবনেক্ষণ যোগ্য দর্শনার্পণ করত ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন সঞ্জয় দিব্য চক্ষুঃ প্রত্যক্ষে উভয় পক্ষের সংখ্যা লক্ষ করিয়া তোমার সমক্ষে অহোরাত্রের বিবরণ বিস্তারিত রূপে কহিবে। তুমি গৃহে থাকিয়া সর্ব্ববার্ত্তা প্রাপ্ত হইবা পরন্তু দিবসে ধূমকেতু ও নক্ষত্রো দয় এবং আকাশ অগ্নিবর্ণবদ্দ্যোতি ও পৃথিবীতে নির্ঘাত উল্কাপাত ও ঘন মণ্ডলী উদয়ে ঘনঘ শোণিত বর্ষণ ইত্যাদি অলক্ষণও কেবল তোমার বংশ নাশের কারণ হইতেছে ইহা কহিয়া ব্যাস স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অন্ধরাজা তদবধি অনুক্ষণ অশেষোদ্ভূমে অসীম শোকার্ণবে নিমজ্জিত ও [illegible] পতিত ও বিষাদিত রহি লেন। পার্ষ্ণিগ্রাহ ও পুরোগা[illegible] রূপে কাবচিক ভূপতি প্রভৃতিকে লইয়া সুশ্রেণী পূর্ব্বক বলবিন্যাস করত রাজা দুর্য্যো ধন অসংখ্য সৈন্য সেনাপতি সহ সানন্দে সুসজ্জিত হইয়া কালান্তক কালতুল্য প্রবলতর দ্রোণাদি মহাযোদ্ধাগণকে সম্ভাষণ [illegible] দেব পদে প্রণিপাত পুরঃসর [illegible] প্রদান করিলেন। দ্বিতীয়ক্ষণে পাণ্ডু[illegible] সহ যুদ্ধে জয়ী হইব বলিয়া মহা [illegible] হইলেন। তৎকালীন [illegible] সর্ব্বজন সম্বোধনে আত্মাতি [illegible] মাকর্ত্তৃক কুরুক্ষেত্রে* কদাচ অন্যায় সমর

---

* [illegible] চন্দ্রবংশীয় কুরুরাজা বহুরূপাকন্যা প্রাপ্ত্যর্থে সুরভিবচনে হস্তিনার উত্তরাংশে সরস্বতী তীরস্থ উপবনের উত্তরে ইন্দ্রারাধনা করাতে বহুরূপা প্রাপ্ত হন এবং ইন্দ্রবরে ঐ স্থান পুণ্যতীর্থ স্বরূপ কুরুক্ষেত্র সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

ক্রমে সব্যসাচিকে গন্ধর্ব্বাহারী করত ছলনী দ্বারা উক্ত গন্ধর্ব্বান আনয়ন নিমিত্ত দুর্য্যোধন নিদেশে গমন করিয়া দূতবরী তৎসমীপে সংবাদ দিলেন। রাজা তৎক্ষণাৎ অর্জ্জুনকে আহ্বান করত শিবিরাভ্যন্তঃপুরে দিব্যাসনে বসাইয়া জিজ্ঞাসিলেন কি হেতু গন্ধর্ব্বাগত হইয়াছ তবাভিলষিত বিষয় ব্যক্ত করিলে সন্তুষ্টান্তঃকরণে অবিলম্বে মনোরথ সম্পাদন করিব। অর্জ্জুন কহিলেন পূর্ব্বে যখন আমরা পঞ্চজনে কাম্য বনে অবস্থিতি করিয়াছিলাম তৎকালীন অস্মদাদির সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া দুষ্ট মন্ত্রিগণের পরামর্শে আপনার অতুল ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করাইবার নিমিত্ত ও ভীষ্ম দ্রোণ ব্যতীত সর্ব্বযোদ্ধা ও ভূরিং সৈন্য সাহিত্য সুসজ্জীভূত হইয়া সবান্ধব পৌরজনে প্রভাস তীর্থ স্নান যাত্রার সঙ্ঘোষণায় ছলতাক্রমে গমন করিয়াছিলা। তথায় গন্ধর্ব্ব বীরবরের চিত্ররথ ও বিবিধ বিচিত্র পুষ্পাদিদ্বারা বিভূষিত সুরম্য পুষ্পোদ্যান ভঙ্গ করাতে তদ্বার্ত্তা শ্রবণ পুরঃসর গন্ধর্ব্ববীরগণ সম্মিলিত হইয়া তোমার সহ ঘোরতর সংগ্রাম করিল তাহাতে কর্ণাদি মহাযোদ্ধাগণ তাহাদের অস্ত্রশস্ত্রে ব্যথিত ও পরিতাপিত হইয়া রণ ভঙ্গ ও আতঙ্কে পলায়ন করিলে গন্ধর্ব্ব নিকর কর্ত্তৃক স্ত্রীগণ সহ বন্ধন গ্রস্ত হইয়াছিলা সেই মহারণ সংক্লিষ্ট বৃত্তান্ত প্রেষ্য প্রমুখাৎ শ্রবণ করত রাজা যুধিষ্ঠির দেবের আদেশানুসারে যুষ্মদাদির বন্ধন মোচন করিলে সমূহ পরিতুষ্ট হইয়া বর প্রদানে স্বীকৃত হইয়াছিলা কিন্তু তদানীন্তন সময়ানুসারে মম মনোভিলাষিত বর প্রার্থনা ছিল অতএব মহারাজ অদ্য সেই বাও নিষ্ঠাদ্বারা সত্য পালন করত তোমার মস্তক মুকুট প্রদান কর। দুর্য্যোধন অগৌণে কিরীট আনয়ন পূর্ব্বক সমর্পণ করিলে অর্জ্জুন সহর্ষে শিরোপরি ধারণ করিয়া তথা হইতে ভীষ্ম সন্নিহিত হইলে তদ্দৃষ্টে দুর্য্যোধন জ্ঞানে তিনি কহিলেন বহুনিশা গতা হইয়াছে

এখন কি হেতুক আসিয়াছ পার্থ স্মেরাননে উক্ত করিলেন হে পিতামহ স্বহস্তে পাণ্ডবগণ সংহার করিয়া রণজয়ী হইব অতএব সেই পঞ্চ মহা কালবাণ আমাকেই দিউন। ভীষ্মও ঈষদ্ধাস্যাস্যে তৎক্ষণাৎ মহাকাল স্বরূপ ত্রাস শর সমর্পণ করিলে ধনঞ্জয় বিপুল পুলকান্বিত হইয়া গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে পাণ্ডবদিগের মহাকাল নাশক বিশিখ প্রাপ্তি সম্পাদ জন্য হৃষ্টতুষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্রকাশিত হইলেন ভীষ্ম তাঁহাকে সন্দর্শন করত অনিবার্য্য প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হেতুক মনোদুঃখে সাতিশয় সন্তাপায় ও তাঁহার আশ্চর্য্য চাতুর্য্য কার্য্য ধার্য্য করত সম্যক্ প্রকারে ভাবিত হইল তাহাতে কৃষ্ণ তোমার পণভঙ্গ না করিয়া কদাপি রণ ভঙ্গ দিব না ইহাই পুনরঙ্গীকার করিলাম, অনন্তর শ্রীহরি হৃষ্টাকাম্যগত হইয়া সকাঙ্ক্ষিত মানসে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া তদ্দ্বারেই অর্জ্জুন সহ ঐ মহা কাল পঞ্চক লইয়া পাণ্ডব শিবিরে গমন করিলে তাঁহাদের মৃত শরীরে প্রাণ সঞ্চার হইল। অষ্টম দিবস প্রত্যুষ কালে ভীষ্ম তূণীরাদ্যোটন পূর্ব্বক নিবাস বাণ গ্রহণ করিয়া আসিয়া পণে মহারণে প্রবর্ত্ত হইয়া সন্ধ্যাপর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত তুমুল সংগ্রাম করিলেন তাহাতে বিপক্ষের কোটিং সৈন্য বিনাশ হইতে লাগিল এবং তাঁহার দ্বিগুণ কোপাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া সংকালে শিলিকাদি বিবিধ বাণ বিক্ষেপিত হইল তখন পাণ্ডব পক্ষের কোন যোদ্ধাই তিষ্ঠিতে পারিল না তৎক্ষিনে মহারথী সকলেই ভীত ও অসম্ভাবিত রণোদ্ভ সাহসে সহসা সন্দর্শিত হইয়া সম্মুখ রণে বল বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক বহু পরিশ্রমেও যুদ্ধ কুশল হইতে পারিলেন না এতদ্রূপ সংগ্রাম সময়ে শেষে অর্জ্জুন ভীষ্মের সুতীক্ষ্ণবাণাঘাতে অচেতন হইলেন এবং কৃষ্ণ শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া অনিবার্য প্রহারে অস্থিরাঙ্গকরণে পুনঃ পুনর্বিদ্ধ অসহিষ্ণু হইয়া নিদাঘে দাবাগ্নির ন্যায় মহা ক্রোধ বিশিষ্ট কম্পিত কলেবর সৃষ্টিসংহারক মূর্ত্তিধারণ করত সর্ব্ব

যোদ্ধা সাক্ষাতে রথহইতে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক ভূমিপতিত হইয়া রথ চক্র গ্রহণ পুরঃসর ভীষ্ম বিনাশার্থে ধাবমান হইলেন। ভীষ্ম তৎক্ষণাৎ শরাসন শর ত্যাগ করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন কৃষ্ণ পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলা যে ভারত যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবা না অদ্য কেন পাণ্ডব সাহায্যে ব্যগ্র হইয়া মহাপ্রকোপ বশতঃ অনিত্যাচিত্ত জন্য কুরুকুল নিঃশেষার্থে প্রবর্ত্ত হইলা। যদি হে কমলাক্ষ নিরপেক্ষ হয়ে মম বাক্য গ্রহণকর তবে এইক্ষণেই আমাকে সংহার করিয়া নশ্বর সংসার যন্ত্রণা হইতে বিমুক্ত করত কৃতকার্য্য হও। কিয়ৎক্ষণ গতে অর্জ্জুন চেতন পাইয়া এবম্ভূত অদ্ভূত ক্রোধ দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট ও সংগোপনে কৃষ্ণ কর গ্রহণ পুরঃসর অসীম রোষোপশমন এবং রথোপর্য্যারোহণ করাইয়া পুনর্ব্যাপার করিলেন ভীষ্মও ধনঞ্জয়কে বাণে বাথিত করিয়া পূর্ব্ব বদ্দশ সহস্র সেনা হত ও জয়ধ্বনি করিলেন। নবম বাসরে অর্জ্জুন ভীষ্মের তথা অন্যান্য রথি গণের ভয়ঙ্কর সংঘটিত সংগ্রামে পরস্পর বিপক্ষ পক্ষের লক্ষ২ সৈন্য কটাক্ষে সংহত হইতে লাগিল ও অনিবার্য্য সমরে সমস্ত যোদ্ধাই ক্রমশঃ হীনবীর্য্য ও অধৈর্য্য হইল এবং রথী পদাতিসেন। নিচয় সমস্ত দিনব্যাপ্ত অক্লান্ত যুদ্ধে ব্যস্তত্রস্ত ও ক্ষত বিক্ষত জ্বলিতাঙ্গ হইয়া কেহ২ পর্য্যবসন্ন কেহবা অত্যন্ত ক্ষুৎ তৃষ্ণা প্রযুক্ত অধিকতর সুশীতল জলপান করণানন্তর বাক্ শক্তিহীন হইল কাহারু অনবরত অনিবারিত কালঘর্ম্ম হইয়া ধরাপতিত মাত্রেই শমন সদনে যাইতে হইল। রণোত্থিত বিকলাঙ্গ সেনা সমবায়ের অস্থি মাংস শোণিত নদীর ভয়ঙ্কর স্রোতঃ প্রবাহে পতিত হইলে চামুণ্ডাদি দেবী যোগিনীগণ সঙ্গেলইয়া সেই বেগে প্রবাহিতা রক্তাক্তা তটিনী সন্নিধবর্ত্তিনী হইয়া কুরুক্ষেত্রের ক্ষত্রিয় যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষয় প্রাপ্ত পতিত নরমুণ্ড মালা গ্রহণ পূর্ব্বক পরিধান করিলেন কেহ বা কৌতুহলাবিষ্ট হইয়া অখণ্ড খণ্ড২ শুণ্ডসহ গজ মুণ্ড গ্রহণ করত কর্ণকুণ্ডল স্বরূপে ধারণ

করিলেন। কেহবা খর্পর লইয়া মহাকুতূহলে শোণিত পান করিতে লাগিলেন ইত্যাদি, অদ্ভুত ব্যাপারে যোগিনীগণ লিপ্ত হইল শেষ সম্প্রহারে ভীষ্ম দশ সহস্র রথি নিসূদন ও জয় শঙ্খধ্বনি করিলেন। অনন্তর [illegible] যুধিষ্ঠির মহোদ্বিগ্নচিত্তে রণসজ্জা পরিহার পূর্ব্বক উক্ত করিলেন হে গোবিন্দ হা কি অধর্ম, মম কুবুদ্ধি বশতঃ কৃত কুকর্ম্মের মর্ম্ম না বুঝিয়া বিগ্রহে প্রবর্ত্ত হইলাম, হা কি নিগ্রহ, অনলে পতঙ্গপতিতবৎ পিতামহের দারুণ প্রহারে আত্মরক্ষার প্রয়াসাভাব প্রযুক্ত আতঙ্কে সৈন্যচয় পীড়িত ও হত হইল অতএব আর সমর সিদ্ধ সাধনের প্রয়োজন নাই আজ্ঞা হইলে অস্মৎ পঞ্চভ্রাতা পুনর্ব্বনান্তরে গমন করিয়া তপস্যায় নিবিষ্ট হই শ্রীকৃষ্ণ রাজার খেদ বচন শ্রবণ পূর্ব্বক অশেষ প্রকারে শান্তিপ্রবোধ প্রদান করিয়া সৎপরামর্শ দিলেন। যে সত্যবাদি জিতেন্দ্রিয় ভীষ্মের ইচ্ছা ব্যতীত মৃত্যু হইবেক না ইহা জগদ্বিখ্যাত আছে অতএব তাঁহাকে প্রাণ বিয়োগোপায় জিজ্ঞাসিলে অবশ্যই সত্য কহিবেন। অনন্তর পঞ্চভ্রাতা গোবিন্দের সহিত ভীষ্ম শিবিরে উপনীত হইয়া পিতামহ চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিলেন যে আপনার অতুল্য শক্তিতে অস্মদাদির বহুল সৈন্য [illegible] হই-তেছে অতএব স্তব সহ আহবে বিক্রম প্রকাশ করত জয়ী হওনের যোগ্যতা কাহারও নাই সম্প্রতি করপুটে এই নিবেদন করিতেছি যে অস্মদাদির প্রতি স্নেহানুবন্ধিতা ব্যবহারে তব মৃত্যুপায় কহিলে নিশ্চিন্ত নিস্তীর্ণ হই। ভীষ্ম পরাৎপর নারায়ণ পদে প্রণতি পূর্ব্বক স্তুতি বাণী প্রয়োগ করত যুধিষ্ঠিরাদিকে ক্লিষ্ট দেখিয়া উক্ত করিলেন। পূর্ব্বে মম প্রতিজ্ঞা আছে যে স্ত্রীজাতি দেখিলে কখন যুদ্ধ করিতে প্রবর্ত্ত হইব না তদ্ধেতুক তোমারদিগের বিজয় কারণ কহিতেছি মহাবল পাঞ্চালাধিপ দ্রুপদ তনয় শিখণ্ডী পূর্ব্বে নারী ছিল দৈব নির্ব্বন্ধে পুরুষ জাতি হইয়াছে অতএব সেই অমঙ্গল ধ্বজা শিখণ্ডীকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া

ধনঞ্জয় তীক্ষ্ণবাণে আমার শরীর বিদ্ধ করিবেন আমি তাহাকে দেখিয়া কদাচ অস্ত্রগ্রহণ করিব না। পার্থও গৌরব উপেক্ষা করিয়া আমাকে নিপাত করিলে তোমরা অনায়াসে দুর্য্যোধনকে পরাজয় করিতে পারিবা। তৎকালে অর্জ্জুন কৃষ্ণ নিরীক্ষণ করত কহিলেন আমি প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক সমর করিয়া গুরু বৃদ্ধ পিতামহকে কদাচ নষ্ট করিতে পারিব না অব শেষে কৃষ্ণের বহুতর প্রবোধে ও উপরোধে পিতামহ বধ স্বীকৃত হইলেন। দশমদিবস পার্থ সংগ্রামে উপস্থিত হইবা মাত্রেই ভীষ্মের সুতীক্ষ্ণশরে জর্জ্জরিত কলেবরে ক্রমে অধৈর্য্য ও ক্রমে মূমূর্ষু হইয়া করধৃত ধনুঃশর সখলিত হইতে লাগিল। কিঞ্চিৎ কালানন্তর রণান্ত পার্থ পুনশ্চেতন প্রাপ্ত হইয়া উভয়ে বহুক্ষণ যাবৎ তুমুল সংগ্রাম করিলেন। কিন্তু ভীষ্মের সুশাণিত শোণিত প্রদর্শক শরে অসংখ্য পাণ্ডব সেনা সংহার হইলে যোদ্ধৃ সমুদয় আয়ুদ্দায় রক্ষার্থে ব্যস্ত হইয়া ভাবতেই রণস্থলে শ্রেণীভঙ্গ ও রণোপেক্ষা করত পলায়ন করিল তদ্দৃষ্টেকৃষ্ণ আশঙ্কার্ণবে নিমগ্ন হওত ইষ্ট সাধনার্থে শিখণ্ডিকে আন যন পূর্ব্বক রথস্থিত করাইলেন অর্জ্জুন মহাচক্রি চক্রপাণির আদেশে চক্রান্তে সমরে প্রবর্ত্ত হইয়া শিখণ্ডির পশ্চাদ্বর্ত্তী দণ্ডায়মান পুরঃসর প্রাণপণে দিব্য দিব্যায়ুধ সন্ধান করত পিতামহের সর্ব্বাঙ্গ রবিদ্ধ করিলে রক্ত স্রোতে রথাভিষিক্তান্তর মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। মহাত্মা ভীষ্ম স্যন্দনারোহি শিখণ্ডিকে সন্দর্শন পূর্ব্বক নিরস্ত্র হইয়া একেবারে পাঞ্চ ভৌতিক মায়া পরিত্যাগ পুরঃসর বিনীতি ভাবা পন্ন ও অনুক্ষণ সর্ব্ববিশ্বেশ্বর নারায়ণ ধ্যান করত ধরাসনে সন্নিবিষ্ট হইয়া অধোবদনে প্রক্ষেপিত ভাবদস্ত্র প্রহার সহ্য করিলেন ঈদৃশ ব্যাপার দর্শন পূর্ব্বক দেবগণ প্রভৃতি ধন্যং প্রশংসাদ্বারা পুলকিত হইলেন। ভীষ্ম সমরশায়ী হইয়া উত্তরায়ণের অপেক্ষায় শরশয্যায় রহিলেন। তাঁহার পতন হেতুক তৎকালে কুরুপাণ্ডুসন্তানেরা উভয়

কর্ণের যোদ্ধৃগণ সাহিত্যে সর্ব্ব জনেই ভীষ্মের সমীপে আগমন পুরঃসর অতিশয় ক্ষোভে শোকে অস্থির হইলেন। এবং দুর্য্যোধন বহু বিলাপ করত রণভূমিতে অপূর্ব্ব বস্ত্রময় গৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তন্মধ্যে পিতামহকে রাখিয়া তাঁহার রক্ষণার্থে কতিপয় দক্ষ সৈন্য স্থাপন করিলেন ইতি ॥

সারাবল্যাং দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ সমাপ্তঃ।

অথ তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ।

পরদিন প্রাতঃকালে রাজা দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সেনাপতিত্বে নিযুক্ত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে অস্মদ্ ক্ষত্রকালে সম্মুখে কর্ণবীর ধনুর্ধারণ করিলে রণ নিবর্ত্ত হইব এবং ধনঞ্জয়ের অপ্রত্যক্ষে রাজা যুধিষ্ঠিরকে ধৃত করিব। অনন্তর মহানন্দে দুর্য্যোধন পিতামহ সন্নিধানে যুদ্ধানুমতি গ্রহণার্থে গমন করিলে ভীষ্ম কহিলেন "তুমি কখন কৃষ্ণ সহায় পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিতে শক্ত হইবা না অত এব তাঁহারদিগের সমুচিত রাজ্যাংশ প্রদান পূর্ব্বক একত্রে প্রীতি কর, বংশ রক্ষার্থে তুক হিতার্থে হিত বচন কহিলাম। যদিচ মদ্বাক্য অনিষ্ট কর বোধ হয় তবে দ্রোণকে জিজ্ঞাসা করিলে বিশেষ বিজ্ঞাত হইতে পারিবা। দুর্য্যোধন এ মতের বৈলক্ষণ্যে ক্ষুব্ধ হইয়া দ্রোণ ভীষ্মকে কহিলেন, আমি অসাধারণ নিদর্শন প্রদর্শন করাইয়া বিলক্ষণ প্রবোধ দিয়াছি তথাপি ইহাঁর চিত্তে দিব্য জ্ঞান প্রদান করিতে পারি নাই ফলিতার্থ হতাদরে কিছুই শ্রবণ করিবে না। যেমন চোরা না মানে ধর্ম্মকাহিনী ও অসতী স্ত্রী বিবিধ চেষ্টাদ্বারা কখন সতীত্বাপন্না হয় না এবং রোগী মৃত্যুকালে ঔষধ ভক্ষণ করে না সেরূপ অদৃষ্ট কুবর্ত্ম বর্ত্তিত দুর্য্যোধন অজ্ঞানান্ধকারে পতিত হইয়া কেবল কুবুদ্ধি কেই অনুকূলাশ্রয় করিতেছেন সুতরাং কাহারও বাক্যই গ্রহণোপযোগ্য হয় না। অধিকন্তু অবজ্ঞাকৃত হইয়াছে এ কথা শুনিয়া রাজা দ্রোণের কটূক্তি অসহিষ্ণুতায় বৈমুখ হইয়া কহিলেন আমার সহিত সমরে অমরে কাতরে পরাভূত হয় ইদানীং কি নিমিত্ত শত্রুভয় করিব এবং অস্মাভিত্তে সমস্ত ক্ষিতি পালন করিয়া মৃত্যুভয়াতিরিক্ত পাণ্ডব বাধ্য হওনাপেক্ষা মরণই শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিয়া অতঃপর কর্ণ দুঃশাসনাদিকে সঙ্গে লইয়া রণে প্রবর্ত্ত হইলেন। অনন্তর ভুবন বিজয়ী দ্রোণাচার্য্যও নিরুপায় হইয়া ভীতি সাহচর্য্য রথোপর্য্যারোহণ পূর্ব্বক রণস্থলে উপনীত ও কঠিনরূপে চক্রব্যূহ রচনা করিলেন। পাণ্ডবপক্ষে শ্রীকৃষ্ণের

আজ্ঞায় ভীষ্ম সেনাপতি হইয়া রণক্ষেত্রে মকরব্যূহ রচনা পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন। যোদ্ধাগণ বজ্রসম ধনুষ্টঙ্কার ও মুহুর্মুহু হুঙ্কার শব্দ করত যুদ্ধে উপস্থিত হইলে উভয় দলের পরস্পর বলবান রাজগণ কিয়ৎকাল এমত ব্যস্ত হইলেন অবশেষে দ্রোণার্জ্জুনের মহাযুদ্ধে রণক্ষেত্রে বহুসৈন্য হতাহত হইল। দ্বিতীয় দিনে অহর্মুখ সময়ে অর্জ্জুন সংক্রমে দুর্য্যোধনাদির অাস্ফালনে ভীমার্জ্জুনাদিকর্ত্তৃক প্রচুর সৈন্য ক্ষয় হইলে রাজা বিপন্ন হইয়া দ্রোণকে কহিলেন হে গুরো আপনাকে মহারথী দেখিয়া সেনাপতি করিলাম কিন্তু তুমি পাণ্ডবোপরোধে যুদ্ধে মনঃসংযোগ হইতেছে না যেহেতুক আপনার শিক্ষিত অস্ত্র শিক্ষায় শিক্ষিত অর্জ্জুনবীর তবাগ্রে অসংখ্য সেনা সামন্ত সংহার করিতেছে এ কি আশ্চর্য্য আপনি তাহা দণ্ডায়মান হইয়া প্রত্যক্ষতঃ দেখিতেছেন দ্রোণ সহাস্যে দুর্য্যোধনকে কহিলেন আমি বৃদ্ধ ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ আমার যুদ্ধকরার কি প্রয়োজন। যদিচ তবানুরোধে প্রবর্ত্ত হইয়া প্রাণপণে রণ সম্পন্ন করিতেছি তথাপি যশোভাজন হইলাম না অতএব এ স্থলে তিষ্ঠনই উচিত নহে ইহা কহিয়া স্বীয় প্রিয়পুত্র অশ্বত্থামাকে লইয়া রণোপেক্ষা করত তথাহইতে প্রস্থান করিলেন। দুর্য্যোধন মহদুঃখ ব্যথিত হৃদয়ে অতিব্যগ্রে দ্রোণপদাগ্রে একাগ্র চিত্তে পতিত হইয়া রোদন করত উক্ত করিলেন গুরো তাবদ্যোগে এ পর্য্যন্ত জীবনে জীবনাব স্থান করিতেছে অতএব ক্রোধী হইলে আর নিস্তারের পথ নাই ইত্যা দ্যুক্তি শ্রবণে তিনি রোষ পরিহার পূর্ব্বক কহিলেন, যে সময়ে ধনঞ্জয় সম্মুখে না থাকে সেই কালে আমাকে সংবাদ দিলে অবশ্যই যুধিষ্ঠিরকে ধৃত পুরঃসর বন্ধন করিব তুমি কোন চিন্তা করিও না বিশেষতঃ তোমার কাতরোক্তিতে নিতান্ত বদ্ধ হইলাম। তৃতীয় দিবস নারায়ণী সেনাবলির সেনাপতি হইয়া ত্রিগর্ত্তরাজকীয় সুশর্ম্মা ভূপাত্ত অর্জ্জুন সহ সমর সাধন করিতে লাগিলেন। এ দিকে দ্রোণাদি মহাযোদ্ধাগণ

তুমুল সংগ্রাম করত বিষণ্ণ ও বিপন্ন করিয়া লক্ষ২ পাণ্ডববাহিনী নিতান্ত কৃতান্তের করাল বদনান্তরে প্রক্ষেপ করিলেন। তদানীং অন্য গত্যন্তরাভাবে যুধিষ্ঠির মহোৎকণ্ঠিত ও অপরাপর পাণ্ডব সহ অস্থির হইয়া অভিমন্যুকে কহিলেন পুত্র এই অনিবার্য্য রণে তোমাভিন্ন অন্যাপাত্র প্রদর্শন হয়না অতএব চক্রব্যূহ প্রবেশ পূর্ব্বক অদ্য যুদ্ধ করিয়া অস্মদাদির ক্ষুব্ধ নিবৃত্তি করহ। জ্যেষ্ঠতাত বাক্যে অভিমন্যু প্রতি বাক্য প্রদান করিলেন যে আমি ব্যূহ প্রবেশ করণের সন্ধান অনবগত নহি কিন্তু নির্গমোপায় উদ্দেশাশক্ত প্রযুক্ত ভবিষ্যতে কিপ্রকারে আমার উদ্ধরণ হইবেক। রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন আপাততঃ ব্যূহ প্রবেশ পুরঃসর পাণ্ডবকুল রক্ষা কর পরিণামে ভীমাদি মহা যোদ্ধা বীরগণ তোমাকে অবশ্যই রক্ষা করিবেন তজ্জন্য ভীতি যুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে, অভিমন্যু বীরবর তদাজ্ঞা শিরোধার্য্য পূর্ব্বক মহা বিক্রম প্রকাশ করত মহা রণস্থলে পদার্পণ মাত্রেই ব্যূহ দ্বারস্থ জয়দ্রথকে পরাস্ত ও বল হানি করিয়া সপ্তরথি মধ্যে প্রবেশ পুরঃসর যুদ্ধোদ্যত হইয়া একেশ্বর যাবৎ মহারথিকেই অস্থির করিতে লাগিলেন। ভীমাদি মহাবীরগণ ব্যূহ বহির্দ্বারে জয়দ্রথ সহ আহবে অস্ত্রাস্ত্র গ্রস্ত ও ত্রাসিত হইয়া সমীচীন সুযত্ন সাধন করিলেন তথাপি ঐ নিদারুণ দুর্জ্জেয় রিপু দমন করিতে পারিলেন না প্রত্যুত সকলেই পরাভূত হইলেন এবং ব্যূহ প্রবেশক পথা প্রাপ্ত বিধায়ে অপার সিন্ধু পতিতানন্তর উপায়ের সিদ্ধ বিধি বন্ধুকে স্মরণ পূর্ব্বক মহানন্দে ধৈর্য্যাসম্বরণে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এ দিকে অতি মনোহর রমণী মোহন নবকলেবর পীতাম্বর পরিধায়ী অভিমন্যু সুমন্ত সংজ্ঞক সারথির রথারোহণে একেশ্বর ধনুঃশর গ্রহণ পুরঃসর সুতীব্র শরাঘাতে কুরুসৈন্যারণ্যানী মধ্যে রণক্ষেত্রে মহারুণ বরণক রক্তনদী প্রবাহিত করাইলেন এবং তিনি সমর স্থলে পিঞ্জর মধ্যে বিহঙ্গবৎ আবদ্ধ হইয়া ও কটাক্ষে লক্ষিত প্রখর তর শর বিক্ষেপে বিপক্ষ পক্ষের লক্ষ২ সেনাবলির বক্ষঃ কক্ষ ভিদ্যমান করিয়া মহারথী বীর সকলকেই পরাজয় করিলেন এবং

কতশত যোদ্ধাকে অস্ত্র প্রহারে হত করিলেন। যখন তিনি মীনবদ্ধ
হাবোচা জালেবদ্ধ হইয়া আবদ্ধ অঙ্গে শক্তি মধ্যে ভুরিং বিপক্ষ
মধ্যে অস্থিরচিত্তে অভয় ধনুর্গ্রহণ পূর্ব্বক এক রথে পরিভ্রাম্যমাণ
হইয়া অবং সৈন্য হতাহত করত দুঃশাসন সুত উলূক কুমারকে
নিপাত করিলেন তখন কৌরবেরা হাহাকার শব্দে বিলাপ করিতে
লাগিলেন। দুঃশাসন পুত্রশোকে সর্ব্ব শূন্য দেখিয়া অরণ্য সংশ্রয়
শ্রেয়ঃ জ্ঞানে বহুবিধ বিলাপ করিলেন তদনন্তর দুর্য্যোধন পুত্র
লক্ষণ ও পঞ্চবীর দ্বয় সক্রোধে ধনুর্ধারণ পূর্ব্বক অতি বেগে যুদ্ধার্থে
যুদ্ধোদ্যত হইবা মাত্রেই অভিমন্যু তাঁহাদের সকুণ্ডল মস্তক ছেদন
করিলেন। রাজা পুত্রদ্বয়ের শোকে অধৈর্য্য ও ভূমি পতিত হইয়া
রোদন করত অতি ব্যস্তে সাহসে সংক্রান্তে আর্জ্জুনির প্রতি ধাবমান
হইলেন কিন্তু অভিমন্যুর সুতীক্ষ্ণ দশ অস্ত্রাঘাতে অন্তর্দ্ধ্যিত হইয়া
দুঃশাসনের সাথে পলায়ন করিলেন পরক্ষণে দুর্জ্জয় বিক্রমী জিঘাংসু অভি-
মন্যু অকুতোভয়ে দুর্য্যোধন প্রভৃতি একশত সহোদরের তাবৎ সন্তান
বিনাশ করিলেন এবং তাঁহার বীর [illegible] ক্রমে খর্ব্ব হইতে
লাগিল ও তাঁহার অসীম সাহসে শৌর্য্যবীর্য্য প্রকাশে ক্রমে২ জয়
ক্রমে নিরাশ হইতে লাগিল এবং তাঁহার ধনঃ সংযোগে শর প্রয়োগে
ক্রমশ অনেক যোদ্ধার প্রাণ বিয়োগ হইল যখন তিনি বিবিধ অস্ত্র চর্য্যা
দ্বারা বিঘূর্ণিত বেগে বিচরণ করিতে লাগিলেন ও তাঁহার রণোৎসাহ
অত্যন্ত প্রদীপ্ত হইতে লাগিল তখন শত্রুগণ বিপুল ও নিদারুণ প্রহারে
ব্যাকুল হইল। উক্ত ষোড়শ বর্ষ বয়স্ক বালকের যুদ্ধে কৌরব পক্ষে
তিন কোটি রথী ও ছয় বৃন্দ মদমত্ত কুঞ্জর এবং সপ্তপদ্ম বাজী সহ
অশ্বারোহী সৈন্য ও অসংখ্য পদাতি নিপাত হইলে অগণিত প্রাণী
বর্গের শরীর বিগলিত শোণিত সাগর তরঙ্গে আভরেকবন্ধগণ সন্তরণে
ভাসমান হইল। তখন শকুনি পুত্র সাহসে রণে প্রবর্ত্ত হইলে
অভিমন্যু বীরবর অবহেলে তাঁহার শ্রবণ নাসিকা মুখ খণ্ড২ পূর্ব্বক
ছেদন করিয়া অখণ্ড দোর্দ্দণ্ড ভুজদণ্ড শীর্ষক করিলেন। আর্জ্জুনির
ঈদৃশ যুদ্ধে দুর্য্যোধনের আন্তরিক আশঙ্কা ও মহাসঙ্কটে পতিতানন্তর

নিরাশিত প্রায় সমূহ ভয় ও খেদ সহকারে শোকান্বিত অন্তরে গ্লানি
সূচক গ্লানি বচনে দ্রোণকে কহিলেন আচার্য্য একাকী শিশু কর্ণাদি
মহারথী গণকে সমরে পরাস্ত করিয়া বহুল সৈন্য নষ্ট করিতেছে তাহা
স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া ও বিপ্রকৃষ্টরূপে কেনইবা নিরস্ত হইতেছেন।
অনুমান করি বালকের প্রতি স্নেহ প্রকাশে অদ্য আমার সর্ব্বনাশ করি
বেন যাহাহউক এক্ষণে নিশ্চয় প্রবুদ্ধ হইল যে আর সমরে জয় নাই
দ্রোণ ক্রোধে উক্ত কা[illegible] হে রাজন তব কর্ম্ম অনুক্ষণ করিলেও
কোন [illegible] যোষার্পণ করিতে বিলক্ষণ সক্ষম হও এবং
[illegible] হও ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তোমাতেই
[illegible] হইয়াছে যদি পূর্ব্বে তোমার সহবাসে প্রাণ বিনাশাশঙ্কা হইত
তবে কেন কিরাটের হস্তে পতিত হইয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে এবং তুমি
রাজা হইয়া শিশুর সহ যুদ্ধে কেন পলায়ন পুরঃসর জীবন রক্ষা করি
য়াছিলা অতএব দুর্য্যোধন সত্যাবধারণ পূর্ব্বক [illegible] অনুমান কর শ্রীকৃ
ষ্ণের ভাগিনেয় অভিমন্যুকে ন্যায় যুদ্ধে নিধন করণের ক্ষমতা কাহার
নাই, তখন দুর্য্যোধন মহাকোপ ভুজঙ্গ প্রাসিত হইয়া কহিলেন যেমন
শমন স্বরূপ সর্ব্বনাশক শিশুর বধ সাধনার্থে একদা সপ্তরথী ঐক্যমতে
পরিবেষ্টন পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অবশ্যই অভিমন্যু নিপাত হই
বেক। তাহাতে দ্রোণাদি মহাত্মা নিচয় রাজার দুর্নীত যুক্ত বচন শ্রবণে
চমৎকৃত জ্ঞান [illegible] অন্যায় কর্ম্মকরণে অস্বীকৃত হইলেন
তথাপি রাজা আত্মকুল ক্ষয়ার্থে অলক্ষণীয় লক্ষণে নির্ভর করত অনুজ্ঞা
প্রদান করিলেন সুতরাং রাজভয়ে অগত্যা দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা কর্ণ
দুঃশাসন শকুনি এবং স্বয়ং রাজা দুর্য্যোধন ঐক্য হইয়া শিশুসহ যুদ্ধে
ন্যস্ত হইলেন। আর্জ্জুনি অতুল্য পরাক্রমে দ্যুতিমান ভয়ানক বিশিখ
প্রক্ষেপণে তাবদ্ যোদ্ধাগণকেই অস্থির করিতে লাগিলেন। এবং
যুগান্ত কাল প্রলয় পবন প্রবাহবৎ বিবিধাস্ত্র প্রহার দ্বারা ক্রমে
মহাবীরগণ সপ্তবার মূর্চ্ছিত ও পরাজিত হইয়াও আন্তরিক যন্ত্রণা
পাইয়া পূর্ব্ব মন্ত্রণা সাফল্যার্থে ধনুঃশর শীঘ্র কুমারকে চতুর্দ্দিক
হইতে বেষ্টন করিয়া বিষমাস্ত্রাঘাতে সম্যক্ প্রকারে আকীর্ণ করিলেক

তখন ও তিনি রণে বিমুখ হইলেন না যেহেতু তাঁহার ইহা দৃঢ় মর্ম্ম ছিল যে সমরে পরাজয় হওয়া ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম নহে। শেষে কেহ রথ কেহ অশ্ব কেহবা সারথী ও কেহ ধনুর্ব্বাণ কাটিয়া অভিমন্যুকে নিরস্ত্র করিল এবং তাঁহার সঙ্গীয় সৈন্যও হত হইল তথাপি তিনি ভীত না হইয়া ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম স্মরণ পূর্ব্বক অসি চর্ম্ম ধারণ করিয়া রথ হইতে স্বচ্ছন্দে লম্ফ প্রদান পুরঃসর ভূমি গত হইলেন। মহারথী সমবায় বিপক্ষাংকুর সেব্য হইয়া তাঁহার প্রতি বাণবর্ষণ করিতে লাগিল তাঁহার শরীর বাণেং শলকী তুল্য হইল, তখন ও তিনি নির্ভয়ে মহা সাহসে খড়্গ ও রথচক্র ও পদমুষ্টি প্রহারে বিপক্ষের বহু সৈন্য নিহত করিলেন তিনি আত্মরক্ষণে প্রাণ সমর্পণ করুক ও পরাধীনতাকে তুচ্ছ জ্ঞান করতঃ রণোন্মত্ত হইয়া জ্বলন্ত বজ্র সম মহাগদা ধারণ পুরঃসর অতি শক্তিতা প্রকাশে কুরুসৈন্য সমাজ মধ্যে ভ্রাম্যমাণ হইলেন। এবম্প্রকার মৃত্যু গ্রাসে পতিত হওনকাল পর্য্যন্ত সম্মুখ যুদ্ধে মহাবীর্য্য প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই কিন্তু ব্যূহ নির্গমনের সন্ধান অনবগত হেতুক পলায়না সমর্থ হইয়া দুঃশাসন পুত্র কর্ত্তৃক গদাঘাতে অত্যন্ত মোহ প্রাপ্তানন্তর অভিমানে নয়ন নিঃসৃত অনবরত রক্তধারা বর্ষণে সর্ব্বাঙ্গাভিষিক্ত হইলে কৃষ্ণস্মরণ পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করতঃ তৎক্ষণাৎ চন্দ্রলোকে গমন করিলেন। উক্ত অভিমন্যুর সমর সুখ্যাতি পতাকা অনুরাগ প্রভঞ্জন হিল্লোলে উড্ডীয়মান হইয়া সাধারণ যোদ্ধাগণের হৃদয়ে বিলক্ষণ রূপে নিরীক্ষ্য হইতে লাগিল। কুরুক্ষেত্রের উত্তরাংশে অর্জ্জুন নারায়ণী সেনাসহ রণ করত নানাবিধ অমঙ্গল দর্শন ও অঘটঘটন হেতুক উচ্চাটন ও শুষ্ককণ্ঠোষ্ঠ হইয়া ক্ষণেং ব্যাকুল হইতে লাগিলেন এবম্বিধকালে দূর হইতে কুরুসৈন্য গণের জয়ধ্বনি শ্রবণ ও স্বীয় সৈন্য মধ্যে নিঃস্তব্ধে হাহাকার স্বর শ্রবণোত্তর সত্বর শিবিরে প্রত্যাগমন পুরঃসর অভিমন্যুর শোকে সমূহ বিষণ্ণ হইয়া আক্ষেপযুক্ত বিস্তর বাক্য উক্ত করিতে লাগিলেন, তৎ শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ ও বহুবিধ উপদেশ দ্বারা সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন যে "একবৃক্ষে সমারূঢ়া নানাপক্ষ বিহঙ্গমাঃ। প্রভাতে দশদিকং যান্তি কাকস্য পরিবেদনা,, ॥ অর্থাৎ রাত্রিকালে

যেমন নানাজাতি পক্ষিগণ একত্রে বাসস্থান করিয়া প্রভাতে সকলেই স্ব স্ব গতি লসিত দশদিগে প্রস্থান করে তদ্রূপ ইহ সংসারে জীববর্গ কর্ম্মাক্রান্ত করণহেতুক স্বকর্ম্ম ভোগাবসানে প্রাপ্তকালে নিধন হয় তাহাতে কাহার কি বেদনা আছে। তৎকালে সত্যবতী পুত্র ব্যাসদেব তথায় উপস্থিত হইয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন। বিধাতা ত্রিভুবন সৃষ্টিকরিলে প্রাণীগণ পৃথিবীতে পরিপূর্ণ হইল। পুণ্যবলে কোন প্রাণীই পতন হয়েন না তদ্ধেতুক পৃথ্বী অসহ্যভারে দোলায়মান হইতে লাগিল। তদবলোকনে নারায়ণ সচিন্তায় হুহুঙ্কার শব্দ করত এক অতি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন তাহাতে পরম স্বেচ্ছাময়ের নাসাপথ হইতে এক দুর্ঘট ঘটন পটীয়সী কন্যা উৎপত্তি হইয়া দণ্ডায়মান হইল প্রভু তাঁহাকে কহিলেন যে মৃত্যুরূপা মূর্ত্তিতে চতুর্দ্দশপুরে পরিভ্রাম্যমাণ হওত কাল প্রাপ্ত জনকে সংহার কর, তদবধি এই অনিত্য সংসারে কালসহকারে প্রাণী সংহার হইতেছে অতএব [illegible] প্রভুক্ত অভিমন্যুর নিমিত্ত কেন প্রাচুর্য্য দুঃখ সম্ভাবিত শোক মোহে মুগ্ধ হইতেছ। ব্যাস বিদায় হইলে যুধিষ্ঠির বক্ত্রবিনির্গত সমস্ত বার্ত্তা শুবিদিত হইয়া অর্জ্জুন দৃঢ়রূপে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে জয়দ্রথ ব্যূহদ্বার বদ্ধ করাতেই মমপুত্র নিধন হইয়াছে অতএব কল্য তাঁহাকে বধ না করিয়া পুনরাগমন করিব না। যদ্যপিও বিনা [illegible] সূর্য্যাস্তগত হয়েন তবে প্রজ্বলিত জ্বলন মধ্যে স্বীয়াঙ্গদগ্ধ করাইব। এই কহিলে পরে কৃষ্ণ সমুৎসাহকাঙ্ক্ষিত হইয়া অর্দ্ধরাত্রাবসানে সংগোপনে অর্জ্জুনকে সঙ্গে লইয়া কৈলাশ শিখরে হরপার্ব্বতীর সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া বহুবিধ স্তুতি মিনতি করিলেন হে বৃষবাহন শম্ভো তব বিভূতি সকল সহস্রং প্রকারে পৃথ্বী বিস্তারিত হইতেছে জয়দ্রথ বধার্থে দুষ্কর পণ সাধনার্থে সম্প্রতি যে ব্যগ্র হইতেছি তাহার সিদ্ধান্ত শক্তি প্রদান করিলেই কৃত কার্য্যহই মহাদেব স্তুতি পরতন্ত্রতায় সন্তোষিত হইয়া কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বর প্রদান করিলেন যে অতি শীঘ্র জয়দ্রথ বধ করিয়া কুরুক্ষয় করিবা তাহাতে কোন সংশয় নাই; অধিকন্তু অর্জ্জুনকে কহিলেন তোমার সাহায্যার্থে কুরুগণের সহিত স্বয়ং যুদ্ধও করিব পরিশেষে ধনঞ্জয়ে

এই প্রকার অদ্ভুত দস্তুর হইয়া কল্পনা বাক্যিতবর প্রাপ্ত কৃষ্ণ ধনঞ্জয় যুধিষ্ঠিরকে জিতে তথা হইতে বিদায় হইয়া সর্বজনের অগোচরে স্বীয় শিবিরে পুনরাগত কুরত সুখে শয়ন করিলেন।

চতুর্দশ দিবসের প্রাতঃকালে পাণ্ডবেরা সুচারু যুদ্ধ পরিচ্ছদ পরিধান পূর্বক কৃষ্ণ সমভিব্যাহারে রণস্থলে উপস্থিত হইলেন। পরপক্ষে মহা বীর দ্রোণাচার্য্য সর্ব সেনা পরিগ্রহ পূর্বক দ্বাদশ ক্রোশ ব্যাপিয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে সুবিপুল সর্বাঙ্গ সুন্দর-দিব্যাদ্ভুত ব্যূহ রচনা করতঃ তদভ্যন্তরে দুর্য্যোধনসহ অতি সাবধানে জয়দ্রথকে রক্ষা করিলেন; অর্জুন কৌরব দলবল নিরীক্ষণ করত কাতর হইতে লাগিলেন তখন কৃষ্ণ সপ্রবোধে উক্তি করিলেন যদি সিন্ধুনন্দন নিধনার্থ অসমর্থ হও তবে অদ্য স্বয়ং যুদ্ধ করিয়া কুরুবংশ ধ্বংস করিব তজ্জন্য কোন সন্দেহ করিহ না ইত্যুক্তানন্তর দারুকের প্রতি আদেশ করিলেন যে "শার্ঙ্গ ধনুরাদিসহ মমরথ সুসজ্জিত করিয়া রাখ আমার শঙ্খধ্বনি শ্রবণ মাত্রেই যুদ্ধস্থলে রথ লইয়া যাইবা,, শ্রীকৃষ্ণ ইতি সংকেত দান পূর্বক অতিবেগ বেগে রথ সঞ্চালন করতঃ নিগূঢ় ব্যূহদ্বারে উপস্থিত হইলেন. দ্বাররক্ষক দ্রোণাচার্য্য পথরুদ্ধ করাতে কিয়ৎকাল সেই বৃদ্ধ অঙ্কে যুদ্ধ করিয়াও মহা বীর্য্যবন্ত অর্জুন বিলম্ব দ্রোণ কর্তৃক আক্রান্ত বিধায়ে শেষে পরাঙ্মুখ হইলেন অনন্তর [illegible] গমন পূর্বক বহুল সৈন্য বিনাশ করত দ্রোণের পশ্চাৎ রথ চালাইয়া ব্যূহভ্যন্তরের তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন তন্নিরীক্ষণ করত দ্রোণ ক্রোধ সাশ্চর্য্য প্রচুর প্রগলভতা পূর্বক কহিলেন "পার্থ মমাগ্রে এখন পলায়ন করিলা বটে কিন্তু দেখা যাউক কতদূর গমন করিতে শক্য হও। অর্জুন প্রীত হইয়া কৃতাঞ্জলিতে নম্রভাবে প্রণাম পুরঃসর উক্তি করিলেন গুরো তুমি সমক্ষে সমর করণোপযুক্ত প্রশক্তি কাহার আছে অতএব মমদোষ মার্জনা করুন। পার্থের ইত্যাদি বাক্যিতে দ্রোণ সমাদান পূর্বক সহাস্য বদনে আশংসাপন করিয়া পথ প্রদান করিলে, ধনঞ্জয় দুর্যোধ দুঃশাসনকৃত প্রবর্তান হারণ করত আকর্ণ সন্ধান পূরণ পূর্বক বহু সৈন্য বিনাশ ও অশ্বত্থামা এবং কর্ণকে পুনশ্চ মূর্চ্ছিত করিয়া অতি

সাহসে নির্ভর করত ছয় ক্রোশ পর্য্যন্ত ব্যূহান্তরে প্রবিষ্ট হইলেন পথি
মধ্যে মহাং যোদ্ধৃগণকে অচেতন করিয়া কোটি২ সেনাচয় ক্ষয় করিলে
কুরুদলে হাহাকার রব ধ্বনিত হইতে লাগিল সৈন্যেরা কৃষ্ণ পার্থভয়
নিমিত্ত বেলা দ্বিতীয় প্রহরের সময়ে রণে ভঙ্গদিয়া পলায়ন করিল ।
ব্যাস অর্জ্জুনকে কহেন এই সময়ে পূর্ব্বাঙ্গীকার প্রতিপালনার্থে শঙ্কর
সমর স্থলে উপনীত হইয়া কৌরব পক্ষীয় অনেক সৈন্য ত্রিশূলাঘাতে
নিপাত করিলেন তাহাতে তাবৎ যোদ্ধাবীরগণ বিস্ময়ান্বিত হইয়া বিশ্ব
ম্ভরের অদ্ভুত মূর্ত্তি দর্শন করত পলায়ন করিতে লাগিল । তৎকালে
শ্রীকৃষ্ণ ধনঞ্জয়কে কহিলেন হে "কি অহঙ্কার তুমি স্থির হইয়া যুদ্ধ কর
যেহেতুক বাণাঘাতে ব্যথিত অশ্বগণকে তৃণজল ভক্ষণ করাইয়া সত্বরে
তব সান্নিধানে উপস্থিত হইব,, পার্থ নিতান্ত সংশয়াকুল হইয়া যেন সং
কারে উক্ত করিলেন হে প্রপন্ন ভয়ভঞ্জন হরে এস্থলে [illegible]
ত্তির কোন সম্ভাবনা নাই, অতএব বুঝি এই সঙ্কটেই আমাদিগকে
ছলনা দ্বারা পরিত্যাগ করিতে মানস করিয়াছেন, হে দয়াময় মধুসূদন
তব দর্শন হেতুক অস্মদস্য হৃদয় উদয় হয় এতদ্রূপ অনাথ স্বামী যে
আপনি সম্প্রতি কেন সমূহ দুঃখে নিমগ্ন করাইবেন । ইত্যুক্তি প্রসঙ্গে
[illegible] বোধে কৃষ্ণ উক্ত করিলেন, অর্জ্জুন তোমরা পঞ্চভ্রাতা ও যাজ্ঞ
সেনী ভক্তি করণক আমাকে ক্রয় করিয়া বাধ্য রাখিয়াছ অতএব ভক্তি
রূপ হৃদয় শৃঙ্খল বন্ধন কি এখন মুক্ত হইয়া একদণ্ড নিমিত্ত স্থানান্তরে
তিষ্ঠিতে পারি অনর্থক দুঃখ জনিত করুণাক্রান্ত বচন প্রয়োগে প্রয়ো
জনাভাব একণে স্থিরচিত্ত হও । অনন্তর অনন্তের বেচ্ছায় এক অপূর্ব্ব
পুষ্কলশীল সরোবর হইল তাহাতে করুণানিধান কৃষ্ণ রথাশ্ব লইয়া
শোণিতাদি ধৌত করত ক্লান্তত্ব দূরীভূত ও উক্ত বাজিগণকে বারিপান
করাইয়া ত্বরায় সমর ভূমিতে আগত হইয়া দেখিলেন একাকী অর্জ্জু
নের প্রতি প্রতিপক্ষ পক্ষীয় যোদ্ধা সকলেই প্রাণপণে নিপুণাস্ত্র প্রক্ষে
পণ করিতেছে তখন অবতরণ শীল অর্জ্জুনকে রথারোহণ করাইলেন ।
রাজা যুধিষ্ঠির দুই প্রহর বেলা পর্য্যন্ত অর্জ্জুনের কোন বার্ত্তা প্রাপ্ত
বিধায়ে ভাবনাকুলিতান্তঃকরণে [illegible] হইলেন যে এক

[illegible] ব্যূহ প্রবেশ করিয়াছেন বা জানি বা অভিমন্যুর সদৃশ মহা সঙ্কটেই পতিত হইলেন ইত্যাদি চিন্তায় চিন্তিত হইয়া অচিন্তনীয় চিন্তামণি স্মরণ পূর্ব্বক তদনুসন্ধানার্থে সাত্যকী বীরকে প্রেরণ করিলেন। তৎকালিন সাত্যকী দ্রোণাচার্য্যের সংস্রবে রাজাকে রক্ষা করণার্থ তৎ সন্নিকৃষ্ট নিযুক্ত ছিলেন তিনি নৃপাদেশিত বাক্যে পার্থের অন্বেষণ নিমিত্ত গমন সময়ে যুধিষ্ঠির সন্দেশে ভীমাদি যোদ্ধাগণকে স্থাপন করত কঠিনব্যূহ দ্বারে উপস্থিত হইলেন। কৌরব পক্ষীয় যোদ্ধাবীরগণ অর্জ্জুন শিষ্য সাত্যকী সন্দর্শন পূর্ব্বক সম্মিলিত হইয়া একদা অসংখ্যাস্ত্র বিক্ষেপণ করিলে তিনি তাবদ্বিশিখ উচ্ছন্ন করিয়া ক্রীয়াস্ত্রে দুঃশাসন শকুনি প্রভৃতিকে অচেতন করিলেন, তাঁহারা অস্থিরচিত্তে সমর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন সাত্যকীর অতি বিচক্ষণ সারথী সমীরণ সদৃশ সবেগে রথ প্রচালন করিয়া মুহূর্ত্তেক কালাত্যয়ে পঞ্চক্রোশ উত্তীর্ণ হইয়া অর্জ্জুনের চক্রিধ্বজ নিরীক্ষণে মহানন্দার্ণবে মগ্ন হইলেন এবং ধনুষ্মান্ সাত্যকী শাণিতশর বর্ষণে লক্ষ২ কৌরব ধ্বজিনী বিনাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভূরিশ্রবা তৎসহ রণেপ্রবর্ত্ত মান হইয়া মহাক্রোধে সাত্যকীকে বাণাঘাতে মূর্চ্ছিত করিয়া তাঁহার বক্ষস্থলে উপবেশন পূর্ব্বক চিকুরাকর্ষণ করত খড়্গ প্রহার দ্বারা বিনাশোদ্যত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তদ্দর্শনে অর্জ্জুনের প্রতি ইঙ্গিত করিবামাত্রেই চতুর চূড়ামণি পার্থ সমর্থ প্রকাশ পুরঃসর স্বার্থ সম্পাদনার্থ সোমদত্ত অপত্য ভূরিশ্রবার হস্তদ্বয় তৎক্ষণাৎ ছেদন করিলেন ইত্যদ্ভুত যুদ্ধ দর্শনে যোদ্ধৃ সমবায় চমৎকৃত জ্ঞানে বিক্ষুব্ধ হইয়া ভূরিশ্রবার অতুল্য পরাক্রমে ধন্য২ অগণ্য প্রশংসা ও অর্জ্জুনের অন্যায় সমর এবংকাপট্য ব্যবহারে হাহাকারশব্দ করিতে লাগিলেন কিন্তু তৎকালে সামান্য ভূরিশ্রবার নিগ্রহ সাত্যকীর ঈদৃশী দুর্গতি প্রাপ্তি ও যুদ্ধে পরাভূত হওয়া অত্যাশ্চর্য্য বোধহয় কারণ এই যে পূর্ব্বে বসুদেবের পিতৃ শ্রাদ্ধকালে তৎপিতৃব্য শিনি সহ সোমদত্ত ভূপতির বাক্‌কলহ হেতুক মহাযুদ্ধে চপেটাঘাতে সোমদত্তের দন্তোপমদন্ত ভগ্ন হইলে তিনি ক্ষুব্ধচিত্তে মহাদেবের তপস্যা করিলেন বহুদিবস পর্য্যবসিত হইলে শিব প্রসাদাৎ বর

প্রাপ্ত হইলেন যে তব পুত্র শিনিপুত্রকে পরাজয় করিবেক। তদনন্তর উক্ত যুদ্ধে সাত্যকী তৎকর্ত্তৃক পরাজিত হইলেন। ভূরিশ্রবা রণস্থলে অতি দুঃখেপতিত হইয়া বিষদৃষ্টি পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে কহিলেন বিতথ সমরে কুলাঙ্গার আমার হস্তচ্ছেদন করিলা কিন্তু এই মহাকিল্বিষে অবশ্যই তোমার নিরয় নিলয়ে গমন করিতে হইবেক। পতয়ালু সাত্যকী চেতন প্রাপ্ত হইয়া ভূরিশ্রবার কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক খড়্গদ্বারা তচ্ছরীর খণ্ড বিখণ্ড করিলেন। কৌরবগণ মহা কোপিত হইয়া সাত্যকীর প্রতি বান বিক্ষেপ করিলে তিনি ক্ষণে২ বিহ্বল ও অচেতনা হইতে লাগিলেন, কিয়ৎকাল গতে পুনঃ সচেতন প্রাপ্ত হইয়া দৃঢ় সাহসে উত্থান করিয়া বিপক্ষপক্ষীয় বীরগণ লক্ষ্যকরত বিশাল শরসন্ধান পূর্ব্বক সপত্ন গণকে অচেতন ও জর্জ্জরিত করিলেন। তৃতীয়প্রহর বেলাবসান হইলে সাত্যকীর অনাগমনে যুধিষ্ঠির মহোৎকণ্ঠিত হইয়া ব্যগ্রচিত্তে তৎপর্য্যেষণার্থে ভীমকে প্রেরণ করিলেন। মহা দুর্দ্ধর্ষ বৃকোদর বীরবর সহর্ষে রোমাঞ্চিত হইয়া বিচক্ষণ বিশোক সর্ব্বোৎকৃষ্টাকে আহ্বান করিলে তিনি সুসজ্জীভূত রথ আনয়ন করিবা মাত্রেই অশঙ্ক দুর্দান্ত ভীমবর বৈরিনিকর সংঘাতনার্থ স্থেয়সী শেমুষীকৃত স্বান্তসঞ্চালন পুরঃসর অবগতি ক্রমে রথারোহণে নানাবিধাস্ত্র পরিগ্রহণ পূর্ব্বক সমীর বিজিতবৎ সত্বর বেগে ব্যূহমধ্যে প্রবিষ্টানন্তর রণমত্ত প্রমত্ত কেশরী সম উন্মত্ত হইয়া আবদ্ধ বর্ত্তন স্বচ্ছন্দে হুঙ্কারকরত সহস্কারে লক্ষ ২ বিপক্ষপক্ষ পক্ষী কটাক্ষপাতে হতাহত করিলে ভীম ভয়োপক্রান্ত সৈন্যচয় হতাশায় নিরাশিত হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে তৎক্ষণে দ্রোণবীর সরোষে অবরোধ করিলে ভীম ভবিষ্যতে অপরাধ ভীতি সমাধানে ঘন ২ ঘনাবৃত ঘনধ্বনি সদৃশ গভীর ভাবে গুরু সকাশে দুর্গমাবৃত বর্জ্জন বর্জিত মুক্ত নিমিত্ত উপরোধ করাতে অধিক গুরুগুরুগর্জ্জে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। এই চিত্র কার্য্য আচার্য্য সমীপে ভীরুতা স্বভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রভাবান্বিত পৌরুষত্ব প্রকাশ না করিলে সাহসের চারুতা সম্ভ

অগ্নিশিখাই অতিরাগে বিঘূর্ণিত গদাগ্রে প্রবল বায়ু প্রবাহিত করাইয়া উৎযাচবেগে গমন করিলে কুরুসৈন্যগণ ঘোরেবাগে জীবন রক্ষায় অন্য দিগন্তরালে প্রবিষ্ট হইলে ভীম অগ্রেভাগে কুরুগ্রে উপস্থিত হইলেন। মহা ২ যোদ্ধা নিবহ তাঁহার অক্লান্তিগতি প্রতিরোধী হইতে পারিল না। বৃকোদর পথিমধ্যে কর্ণকে বৃত করিয়াও অর্জুনের পণ পালনার্থে পরিত্যাগ করিলেন। উক্ত দিবস একেশ্বর ভীম মহীয়সী শক্ত্যবলম্বী হইয়া বিপক্ষের চতুরঙ্গিণী সেনা তথা দুর্য্যোধনের অষ্টনবতি সহোদরকে নিপাত করিলেন। সাত্যকী সহ অর্জুন পরস্পর একায়নগত হইয়া চতুরক্ষৌহিণী কুরুসৈন্যগণকে যমালয়ে দিলেন। রাজা দুর্য্যোধনের হৃদয়ে ভ্রাত্রাদির বিশাল শোক স্বরূপ শূল বিদ্ধ হেতুক অসহ্য বেদনায় ধুল্যবগুণ্ঠিত ও মোহিত হইলেন তাঁহার নেত্র সলিলে কলধৌতরুচির সম্যক নিস্প্রভ হইল। চতুর্দ্দিক্স্থিত সৈন্যামাত্য সম্প্রোহ বিচিকিৎসাযুক্ত হইয়া রাজার ঈদৃশীদশা দর্শন করত হাহাকারধ্বনি করিতে লাগিলেন। অতিপ্রিয় কর্ণ রাজার মৃত প্রায় কায় প্রতি চক্ষু বিক্ষেপ করত বিপুলাক্ষেপার্ণবে নিমগ্ন হইয়া দৃঢ় সংকল্প পূর্ব্বক পুন যদ্ধে মনার্পণ করিলেন এবং ক্রমশঃ যত্নবান্ক পরাজিত ও সর্জ্জিত হইলেও দুঃসাহসে ভর করত নিঃসাধ্বস ভীমকে নিরস্ত্র করিলেন তথাপি তিনি রণস্থলে পতিত মৃত হস্তী অশ্বাদি শব স্তোম ও রথ রথাঙ্গাদি প্রহারে বিরাম করেন নাই, অদ্বিতীয় কর্ণবীর ও তৎসমুদায় ছেদন করিয়া স্বীয় শক্তি প্রকাশ পুরঃসর প্রচণ্ড ২ বাণ প্রক্ষেপণ করত ভীমের অখণ্ড প্রতাপ চূর্ণ করেনও তাঁহার শরীর ছিন্ন ভিন্ন হইয়া সর্ব্বাঙ্গে রুধিরবর্ষণ হইতেলাগিল অবশেষেতাঁহাকে সমরাঙ্গনে সুঘূর্ণন করিয়া অতিশীঘ্র হস্তদ্বয় পৃষ্ঠ করত বিবিধাপমান সূচক [illegible] অনন্তর মাতা কুন্তীদেবীর বচন (আমার পঞ্চ পুত্রকে নষ্ট করিও না) স্মরণ হইলে ভীমকে পরিত্যাগ করিলেন। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কহিলেন দেখ ভ্রাতা বৃকোদর কর্ণ কর্ত্তৃক আতিশায্যরূপে তির স্কৃত ও তাঁহার উপহাসে সংশয়াপন্ন ও মর্ম্মপীড়িত হইয়াছেন,

অর্জ্জুন ও ভীমের দুরবস্থা বিদ্যমানে বীক্ষণ করত বিস্ময় বদনে দুঃখ গর্ব্বাবিষ্কৃত বাক্যোক্তি করিতে লাগিলেন। ভীম মৃয়মানে পলায়নে রথারোহণ করিলে পর পার্থ মহাক্রোধে সুতীব্রতার বিক্ষেপে কৌরব দিগের অসংখ্য হয়, গজ রথ পদাতি খণ্ড২করত চতুর্দ্দণ্ড বেলাবশিষ্ট থাকিতে সমস্ত বিন্যস্ত সৈন্যাভ্যন্তরে একাদশ ক্রোশোত্তীর্ণ হইলেন কিয়দ্দূর হইতে গোপায়িত জয়দ্রথ পার্থের রথ বৈজয়ন্তী সমীক্ষণ করিয়া সভুই ভয় সঙ্কুলিত হইয়া নিস্তব্ধে পলায়ন করিল। নারায়ণ তদ্বিলোকন করিয়া অতিশয় ভাবনানুকর্ষিত হইলেন। পরিশেষে ভগবান পাণ্ডুকুল রক্ষার্থ সুদর্শন মহাচক্রদ্বারা সূর্য্যাচ্ছাদন করিলে আক স্মিক রজনী সমুদয় হইল। তখন দুর্য্যোধনও জয়দ্রথ সানন্দে জয়২ ধ্বনি করত পাণ্ডব সন্নিধিতে উদয় হইলেন। অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞানুসারে স্বয়ং শ্রীহরি বিবিধ সৌগন্ধি কাষ্ঠ শ্রেণী পূর্ব্বক সংস্থাপন করত অগ্নি প্রদান করিলেন তাহাতে স্রাণ তর্পণযুক্ত হুতাশন স্ফুলিঙ্গ কদম্বগগণ মার্গে উড্ডীয়মান্ হইতে লাগিল, প্রবল প্রবাহিত শ্বসন সহকারে ঘোর নির্ঘোষে প্রচণ্ডরূপে ধনঞ্জয় প্রজ্জ্বলিত হইলে ধনঞ্জয় গোবিন্দা দেশে সংজ্ঞার সন্নিহিত হইয়া শর চাপ করাকর্ষণ পূর্ব্বক ধারণ করিয়া সপ্তবার শোচিষ্কেশ বেষ্টন করত প্রসন্ন হরিমুখ নিরীক্ষণ ও কিঞ্চিৎ কাল স্থিতি করিলে দুর্য্যোধন সাহাস্যবদনে কহিলেন "পাবক প্রবেশে বিলম্ব হইলে শেষে প্রাপঞ্চিক মায়ার বৃদ্ধি হইবেক অতএব চক্ষুর্ম্মুদ্রিত করিয়া শীঘ্র ঝম্প প্রদান কর,, অর্জ্জুন দুর্য্যোধনের উষত্তীবাক্য শ্রবণে উক্ত করিলেন,রাজন্! তুমি জয়দ্রথ লইয়া গৃহে গমন কর,আমি এখনই অগ্নিতে আত্ম সমর্পণ করিব,, অনন্তর অর্জ্জুন সন্নিধানে জয়দ্রথকে দৃষ্ট করিয়া কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়া দুষ্ট অরিষ্ট নষ্ট করণার্থ সুদর্শনা চ্ছাদন মুক্ত করিলে জগন্মণ্ডলে ভানুকিরণজাল পরিব্যাপ্ত হইল ইত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে প্রাবল্যমায়া বাগুরা বদ্ধ হইয়া সসৈন্যে কৌরবদল সংত্রাসযুক্ত এবং কমঠ পৃষ্ঠবৎ কঠোর কৃষ্ণের সঙ্কট রূপক আটক করিতে অক্ষম হইয়া গেল অপ্রাতিকার্য্য বিষম সঙ্কটে কাতর

যুক্ত হইলেন। সূর্য্যাস্তকালে ক্রোধাবিষ্ট কৃষ্ণ কহিলেন সখে অর্জ্জুন চারি দণ্ড বেলাবশিষ্ট আছে অতএব আর কেন জয়দ্রথ বধে বিলম্ব করি তেছ, ঐ পাপিষ্ঠের মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া ভূমিতলে পতিত না হয় এতদ্রূপে বাণে২ শ্যামাবনে উহার পিতা সিন্ধু নৃপতির কৃতাঞ্জলি মধ্যে প্রক্ষেপণ করিলে রক্ষা পাইবা * পার্থ এবম্ভূতাদেশে তথাবিধ কার্য্য সম্পাদন করিলে সন্ধ্যার সময়ে গুণসিন্ধু সিন্ধুরাজার সন্ধ্যোপাসনায় হস্তবদ্ধ জলাঞ্জলি মধ্যে মৃত মুণ্ড পতিত হইবা মাত্রেই তিনি সত্রাসে তন্মুণ্ড ভূতলে বিক্ষেপ করিলেন তাহাতে সিন্ধুর স্বীয় মস্তক ছিন্ন হইয়া ভূমিতলে পতিতও জীবনের শেষ জলাঞ্জলি দত্ত হইল। অর্জ্জুন অবিলম্বে সাত্যকী ভীম সহিত পবনবেগে ব্যূহ বহির্গত হইয়া নৃপ সমীপে উপনীত হইলেন। যধিষ্ঠির অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে আলিঙ্গন প্রদান পূর্ব্বক উপবেশন যোগ্য দিব্যাসন দিলে কৃপানিধান ভগবান্ জয়দ্রথের মৃত্যু বিবরণ শ্রবণ করাইলেন। বিপক্ষপক্ষে রণক্ষান্ত না হইয়া দুর্য্যোধনাজ্ঞায় লক্ষ২ উল্কা প্রজ্জ্বলিত করিয়া রজন্যুদয়ে সমীকস্থলে সমাগত হইলেন তৎ সমীক করত বাহিনী সাহিত্যে পাণ্ডবগণও আলোকাভাবে শত ২ উল্কা জালিয়া মহারণোৎসাহী হইলেন। রাজা যধিষ্ঠিরকে ধৃত করণাশয়ে দ্রোণাচার্য্য অতুল্য পরাক্রমে অনীক সম্পন্ন করাতে ভীম পরাস্ত হইলে তৎপরে সমরানুরাগী অভিলাষী দ্রোণ স্বকার্য্য সাধনার্থ মহাবল প্রকাশ পূর্ব্বক রাজাকে ধৃত করণোদ্যত হইয়া নৃপতির শরীর নীরাঘাতে ছিন্নভিন্ন ও মূর্চ্ছা পন্ন করিলেন যধিষ্ঠির রথত্যাগ করত ভূম্যোপবেশন পূর্ব্বক শোকাবিষ্ট হইয়া উপায় চিন্তা করিতে২ ঘটোৎকচ মহাবীরকে দেখিয়া যুদ্ধ করণার্থ দৃঢ়াজ্ঞা দান করিলেন। হিড়িম্বানন্দন জ্যেষ্ঠতাতাজ্ঞায় নিমেষকালাভ্যন্তরে ব্যূহ ভেদ করত সৈন্য নিরাস্তারাণে প্রবিষ্ট হইলে তদনুসরণক্রমে ভীম

---

* সুরগুরু জয়দ্রথকে এই বর দিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি তোমার ছিন্নশির ভূমিতলে নিক্ষেপ করিবে তাহারও তৎক্ষণাৎ মুণ্ডচ্ছেদ হইবে এজন্য ভগবান্ অর্জ্জুনের প্রতি উক্তাদেশ করিলেন

প্রভৃতি আরং মহাযোদ্ধা কুরুসৈন্যারণ্যচারী হইয়া হস্তী প্রলয় প্রায় মহামায়ারম্ভ করিলেন। ঘটোৎকচবীর উৎকট প্রতাপে দুঃশাসন পুত্র দোষণকে সংহত করিয়া অঞ্জনাকের কণ্ঠচ্ছেদ পুরঃসর বক্ষোভেদ করিলে খরশর শরীরে প্রবেশ হেতুক মোহিত হইলেন, কর্ণাশ্বত্থামা অতি কোপে উগ্রমূর্ত্তি স্ফূর্ত্তি করত সমিতি স্থলে উপস্থিতি মাত্রেই ভীষণভীমতনয়ের অসহ্যবাণে পীড়িত ও মর্ম্মাঘাতী হইয়া রণে ভঙ্গ দিলেন তদ্দৃষ্টে তাবদ্বাহিনী সেনানীসহ পলায়ন করিল। ভীমনন্দন স্বীয় বিক্রমে ক্ষুদ্গদা ধারন পূর্ব্বক অসংখ্য রাক্ষস বরূথিনী ও কোটি ২ কৌরব সৈন্য সংহার করত শেষে অলম্বুষ ও ওতদাতমত্ত অলায়ুধকে বিষমায়ুধ প্রহার করত নিপাত করিলেন। অনন্তর পাণ্ড্যকে নিধন করত যুদ্ধস্থল হইতে দ্বাদশ যোজনান্তরে নিক্ষেপ করিলে বিপক্ষীয় যোদ্ধাগণ ঐকাগ্র্যচিত্তে একদা বিবিধাস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিল, ঘটোৎকচের শরীরে শত ২ প্রক্ষেপিত বাণ শূলবিদ্ধ হইয়া অজস্র রক্তস্রব ধারা ধারাধর বর্ষণী পতিতা হইতে লাগিল, তাঁহার কায় শোণিত বর্ণে প্রাতঃ প্রভাকর প্রায় প্রদীপ্ত হইল, তাঁহার সিংহধ্বনিবৎ ঘোর গভীর গর্জ্জন ব্যোমস্থ্যাবলম্বী হইতে লাগিল তচ্ছ্রবণে অরাতি সমূহের শ্রবন শক্তি রহিত হইল তিনি রাগরূপ সাগর তরঙ্গোচ্ছ্বসিত হইয়া অসীম সাহসালম্বন পূর্ব্বক বিপক্ষ বিক্ষেপিত অখিলাস্ত্র নিবারণ করত কোটি ২ সৈন্য সেনাপতি হতাহত ও তাবদ্ যোদ্ধাকে পরাভূত করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন তদবলোকনে প্রত্যহ ব্যূহ পরিগত হইয়া শোকাকুলে তাঁহার হৃদয় শুষ্ক ও চিন্তাজ্বরে কম্পিত কলেবরে অসহ্যানুতাপে বিসম গাত্রাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতে লাগিল। এমতকালে কর্ণ দ্রোণীর উপরোধে একঘ্নী *বাণ সন্ধান পূর্ব্বক ঘটোৎকচের বক্ষোভেদ করিলেন তিনি ঘোরতর তিমিরাবৃতা তামসী দ্বিতীয় প্রহর সময়ে সংহার হইলেন। তাঁহার দ্বাদশ যোজন বিস্তীর্ণ দীর্ঘ কলেবর সমরস্থলে পতিত হইলে কৌরব পক্ষের বহুপত্তী মর্দ্দিত হইল তন্নিরীক্ষণে উভয়

* কর্ণ ইন্দ্রদত্ত একঘাতী অস্ত্র অর্জ্জুন নিধনার্থ গুপ্ত রাখিয়াছিলেন।

[illegible] হাহুতোস্মিরূরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সুভদ্র নিধন হেতুক [illegible] হৃদয় [illegible] প্রচুর প্রবল শোক পুনঃ২ প্রবাহিত হইয়া রোদন [illegible] অধৈর্য্য হইলেন। পরক্ষণে শোকাভিভূত ভীম রিপুবৃন্দ বিনা[illegible] প্রচণ্ড চণ্ডরূপে দীপ্তিমান হইয়া অখণ্ড প্রতাপে স্বীয় হস্তে অজেয় গদা [illegible] পূর্ব্বক সমস্ত রজনী রণ সাধন করিলেন। তাঁহার গদাঘাতে প্রতিপক্ষীয় বাহিনীগণ ও রথীচয় সমস্ত বিভাবরী জাগরণ হেতুক রণ কাতরে ও ক্ষুধা তৃষ্ণায় তাঁহাদের অধরোষ্ঠ শুষ্ক হইতে লাগিল। তাঁহারা বহুতর কষ্ট স্বীকার করিয়া ও [illegible] নিদ্রায় নির্ভর করত ক্রমশঃ নষ্ট হইতে লাগিলেন, দুর্দ্ধর্ষ দুর্য্যোধন ভূপভয়ে কম্পিত কায় চমূসমূহ দুরদৃষ্ট জ্ঞানে রণ বারণাসমর্থ হইলেন, মহদ্ধর্ম্মশীল ধনঞ্জয় সর্ব্বজন সম্বোধন করতযুদ্ধ নিবৃত্তি করিলে অশেষ ক্লেশ প্রাপ্ত সমস্ত সৈন্যানী ও রাজাগণ অগণনীয় ধন্যবাদ ভাষণে তাঁহাকে বিজয়া শীর্ব্বাদ প্রদান করিয়া নিদ্রাবিল নয়নে অচেতনে শবাকারবৎ পতিত হইলেন তন্মধ্যে কেহ২ ভূমিতে কেহ২ শবাদির দুর্গন্ধামোদিত স্থানে কেহবা শবোপরে অঘোর নিদ্রিত হইলেন, পার্থ সমূহ খেদ সহকারে দুর্য্যোধনকে শতাধিক ধিক্কার পূর্ব্বক স্বীয় দলবল সাহিত্যে শিবিরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। পঞ্চমদিবস প্রত্যুষে কৃষ্ণার্জ্জুন দৈবর প্রতীকারথে শংসপ্তকগণ সমীপে গমন করিলেন। এদিকে অবশিষ্ট যোদ্ধাগণের মধ্যে পরস্পর পক্ষীয় জাতুজয় পরাজয় হইতে লাগিল. বীরশ্রেষ্ঠ [illegible] অসম সাহসে ভীমসহ মহাসংগ্রাম ও বহুল পাণ্ডব বাহিনী নিপাত করিলেন শেষে ভীমের প্রতি আস্তরণাদি সুসজ্জনাবৃত মদোৎ কট [illegible] প্রচালন করাইয়া মহারোষে সুতীক্ষ্ণ দশ বাণ প্রক্ষেপণ পূর্ব্বক তাঁহার গদা ছিন্ন করিলেন. ভীম অতি কোপে জলদগ্নি সন্নিভ [illegible] হইলে তাবৎ [illegible] উন্মত্ত হস্তীবর চীৎকার ধ্বনি করত শুণ্ডে [illegible] তাঁহাকে বেষ্টনার্থ অগ্রবর্ত্তী হইল, ভীম ও মত্তমাতঙ্গের পশ্চাৎ পদদ্বয় দৃঢ় [illegible] সংযোগে তৎক্ষণাৎ ধারণ [illegible] ক্রোধে আকর্ষণ করিলেন কিন্তু করি ও [illegible] আকর্ষণ করিতে লাগিল [illegible]

ভীমকে বিপাকে পতিত দেখিয়া যোদ্ধাগণ সহিত যুধিষ্ঠির অত্যন্ত ব্যগ্রচিত্তে হাহাকার ধ্বনি করত উপস্থিত্যনন্তর তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন, তিনি কিয়ৎকাল বিশ্রাম পুরঃসর মহাবল বীর্য্যপ্রকাশে করি কুম্ভস্থলে দারুণ মুষ্টি প্রহার করাতেই কুঞ্জরবর অসহ্যাঘাতী ভয়ভীত হইয়া গগণ ব্যাপ্ত চীৎকার শব্দ করত তথা হইতে প্রস্থান করিল। নারায়ণ ত্বরিত গতিক্রমে রথ চালাইয়া ভগদত্তের সম্মুখবর্ত্তী হইলে তিনি অর্জ্জুনকে দেখিয়া মেঘে বারি বর্ষণের ন্যায় বিশিখ বর্ষণ করত সেই বিক্ষিপ্ত চিক্কণ হস্তীকে চালাইয়া দিলেন, দন্তিবর বায়ুবেগে রথোপরে পতিত হওনোন্মুখ সময়ে শ্রীকৃষ্ণ অস্থির হইয়া একপার্শ্বে স্যন্দন স্থাপন করিলে পরে পার্থের নারাচাঘাতে করিকুম্ভ বিদীর্ণ হইয়া পতিত হইল। ভগদত্ত তৎক্ষণাৎ রথারোহণ পূর্ব্বক নিমেষার্দ্ধ কালে অর্জ্জুনের প্রক্ষিপ্ত ভাবৎ বাণে ২ তূণবচ্ছেদন করিয়া দৃঢ় ঝিক্রমে জলন্তানল সঙ্কাশ বৈষ্ণবাস্ত্র প্রয়োগ করিলে পার্থ নিমিত্ত কৃষ্ণ চিন্তান্বিত হইয়া তাঁহাকে পশ্চাদ্ভাগে রাখিয়া বক্ষঃস্থলে অস্ত্র গ্রহণ করিলেন, অনন্তর বৈষ্ণবাস্ত্রের তেজ বিষ্ণুতেই লিপ্ত হইলে পার্থ অর্দ্ধচন্দ্র পুঙ্খক বিনিযোগ করিলে ক্ষিপ্তবাণ দ্বারা ভগদত্তের শরীর দ্বিখণ্ড হইয়া রথোপরে পতিত হইল। মহদ্রিপু নিধন হেতুক পাণ্ডবেরা মহানন্দিত হইলেন কিন্তু দুর্য্যোধন ভগদত্তের মৃত্যুতে নিতান্ত শোকোপক্রান্ত হইয়া চিন্তাস্থৈর্য্যতায় ক্রমশঃ হতাশ হইতে লাগিলেন। দুর্ব্বার বীর্য্য দ্রোণাচার্য্য ক্রোধমনে রণোদ্যত হইয়া পাণ্ডবদের মহা ২ যোদ্ধাগণকে পরাস্ত ও বহুল সৈন্য নষ্ট করিলে দানবের প্রতারণা পূর্ব্বক দ্রোণকে কহিলেন " অদ্য তোমার অশ্বত্থামা ভীম হস্তে নিধন হইয়াছে,, দ্রোণ ইহা শ্রবণ পূর্ব্বক অতিশয় বিস্মিত হইয়া উক্ত করিলেন অমরবর প্রাপ্ত পুত্র নিধন হওয়া অত্যসম্ভব, কিন্তু যুধিষ্ঠির কহিলেই সত্য প্রত্যয় হয় যেহেতুক দ্রোণের ইহা দৃঢ় প্রতীত ছিল যে ধর্ম্মরাজ, কদাচ মৃষাভাষা কহিতে যোগ্য হইবেন না সুতরাং তিনি অনৃত বাক্যোক্তি করিতে অস্বীকৃত হইলে, ভীম অতি রোষে দ্রোণকে কহি-

কেবল অশ্বত্থামা নিশ্চয়ই হত হইয়াছে আমি যথার্থ অবগত আছি।
দ্রোণ অত্যন্ত আশ্বাসিত হইয়া ও সিক্তি নীরবস্থিত্যার অস্থায়িত্ব প্রযুক্ত
পুত্রশোকে বিশেষ রূপে প্রত্যয় না করিয়া উক্ত করিলেন, ধর্ম্মপুত্র কহি
লেই সত্যজ্ঞান করি। অনন্তর নারায়ন অত্যন্ত কোপিত হইয়া পুন
যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন যদি অসত্য কথনে নরক গমনের আশঙ্কা কর
তবে প্রকারান্তরে দ্রোণের প্রত্যয়ার্থ অশ্বত্থামা হত কহিয়া ইতিগজ
লঘুস্বরে উক্ত করিলেই সত্য হইবেক, যেহেতুক ভীম কর্ত্তৃক দুর্য্যোধ
নের অশ্বত্থামা নামক হস্তী ও যথার্থ হত হইয়াছে। অনন্তর যুধিষ্ঠির
পুনঃ২ কৃষ্ণ বাক্যাল্লঙ্ঘনে ভীত ও বিষাদিত হইয়া ছলতাযুক্ত সত্য
কথনে ও বিস্তর অধর্ম্মজ্ঞানে সমূহ বিপদে পতিত হইয়া পুনঃ২ দ্রোণের
প্রশ্নে " অশ্বত্থামা হত ইতিগজ লঘুস্বরে ,, কহিলে পুত্রের মৃত্যু সত্য
জ্ঞানে মহাশোকে চক্ষুঃসলিলে শরীর সিক্তানন্তর উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন
করত বামকরে ধনুর্ধারণ পূর্ব্বক কণ্ঠ তলে স্থাপন করিলে ধনুর্গুণে
অশ্রুপতন হইতে লাগিল, কৃষ্ণের বাক্যে পার্থ ও দৃঢ়শর সন্ধান পূর্ব্বক
কালসর্প জ্ঞানে ধনুর্গুণ ছেদন করিলে দ্রোণের কণ্ঠতল স্তম্ভ ধনুর্বিদ্ধ
হইয়া ঘোর যাতনায় প্রাণত্যাগ সময়ে রথোপরে পতিত হইলে ধৃষ্টদ্যুম্ন
শত্বরে খড়্গ লইয়া তাঁহার শিরশ্ছেদ করাতে দুর্য্যোধন মহচ্ছোকান্বিত
মানে সমগ্র যোদ্ধা সম্বোধনে কহিলেন এই মহাবিপদে কোনজন কি
প্রকারে ইষ্টার্থোদযুক্ত হইবেন। কর্ণ কহিলেন আমি পাণ্ডবগণকে
অনায়াসে ধৃত করিব। ঈদৃশকালে অশ্বত্থামা আগত হইয়া পিতৃ
মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে বিশাল শোকে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে ধৃষ্টদ্যুম্নকে
নিহত না করিয়া আর ধনুর্গ্রহণ করিব না। ষষ্ঠ দিবস রাজা দুর্য্যো
ধন শকুনির পরামর্শে মহাবীর কর্ণকে সেনাপতিত্বে প্রাভিষিক্ত করি
লেন। জয়বান কর্ণ দিব্য কবচ পরিধান পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে রণ ক্ষেত্র
নিরীক্ষণ করত উদ্যন্নবজলধর ধ্বনি তুল্য গম্ভীর স্বরে রণোৎসাহী হই
লেন তাহাতে যোদ্ধাগণ চমৎকারে গতিহীন স্থিরনেত্র রহিল। পাণ্ডব
বাহিনী ঘোর রণ সংকুল স্থলে সমাগত হইয়া যুদ্ধে প্রবর্ত্ত মাত্রেই

ভীমসেন কুলুত দেশের নৃপতি ক্ষেমধূর্ত্তিকে গদাঘাতে হত করাতে কর্ণ সরোষে বহুতরায়াসে লক্ষ লক্ষ পাণ্ডবসৈন্য সংহার পূর্ব্বক নকুলকে ধৃত করিয়াও কুন্তীর বচন স্মরণ হইলে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। সপ্তদশ দিবসে কর্ণবীর শল্যরাজাকে সারথী পদে নিযুক্ত করিলেন এবং দাবানল তুল্য অত্যুগ্র প্রতাপশালী কর্ণের শাণিত শর প্রক্ষেপণে প্রতিপক্ষীয় সেনাবলী জাজ্বল্যমান জ্বলনে অতি শুষ্ক তৃণ পতিত ন্যায় সমরশায়ী হইতে লাগিল, ইহা সমবলোকন পূর্ব্বক যুধিষ্ঠির নৃপতি কর্ণ সহ রণোদ্যত হইয়া শেষে অসহনীয় শরে জর্জ্জরিত ও মূর্চ্ছিত এবং পরাজিত হইয়া শিবিরে গেলেন। রণে ভঙ্গ সৈন্যেরা অর্জ্জুন সমীপে সমাগত হইয়া ভূপতির দুর্দ্দশা জ্ঞাত করাতে তিনি ভীতচিত্তে সংসপ্তকগণ সহ যুদ্ধ বারণ করিয়া কৃষ্ণ সাহিত্যে যুধিষ্ঠির সন্নিধি উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহার বাচনিক কর্ণের অক্ষয়াবস্থা শ্রবণে মহা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবিধ ভৎসনা করত কহিলেন, ধিক্ ধিক্ অর্জ্জুন অ[illegible] গাণ্ডীব ধনুঃশর ও শ্রীকৃষ্ণ নিয়ন্তা এবং ভুবন সংহারক হরদত্ত দিব্যাস্ত্র সত্ত্বেও কর্ণ ভয়ে পলায়ন করাই বিচিত্র কার্য্য হইয়াছে। শুনরে বর্ব্বর তুমি গাণ্ডীবের যোগ্য ধনুর্দ্ধর নহ, ইদানীং অগৌণে কৃষ্ণকে গাণ্ডীব দেও। মধুমথন মুরারি মহারথী হউন, তুমি সারথী হও। ইত্যাদি অযোগ্য দুর্ব্বাণী শ্রবণ পূর্ব্বক দুর্ব্বার পার্থ মহাক্রোধে উন্মত্ত এবং প্রজ্জ্বলিত হইয়া রাজাকে খণ্ড খণ্ড করণার্থ পুনঃ পুনঃ খড়্গ লইয়া খণ্ডপ্রলয় উপস্থিত করিলেন। দয়ালু কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে নিন্দা করত কহিলেন, সখে! ক্ষান্ত হও, কদাচ গুরুজনকে বধ কর্ত্তব্য নহে। ধনঞ্জয় কহিলেন, যে ব্যক্তি আমাকে গাণ্ডীব পরিত্যাগ করিতে কহিবে তিনি মহাগুরু হইলেও নিতান্ত আমার বধ্য হইবেন, ইহা নিশ্চয় প্রতিজ্ঞা আছে এবং যে জন দোষ অনবগত অথচ অপমানিত বাক্য প্রয়োগ করে, শাস্ত্রানুসারে তাহার মরণই বিধেয়। যদ্যপি পণ লঙ্ঘন ও গুরু ছেদন উভয়োভয় কর্ম্মেই মহানরকে গমন করিতে হয় তবে কেন নিষেধ করেন। অবশেষে মহাদুঃখান্বিত [illegible] হস্তস্থ অসি আত্ম গলদেশে প্রদান করিতে প্রবর্ত্ত হইলে কৃষ্ণ সংশয়াপন্ন

মানসে তাঁহার অসি গ্রহণ করিলেন, অর্জ্জুন কহিলেন, হে দয়াময় গোবিন্দ! গুরুনিন্দারূপ ধর্ম্মবিহীন কর্ম্ম কেন করিলাম? আপাততঃ আত্মঘাতী হওয়াই উচিত প্রায়শ্চিত্ত বিধি। কৃষ্ণ হাস্যবদনে উক্ত করিলেন, ইহার উপায়ান্তর আছে, শাস্ত্রসম্মত আত্মপ্রশংসা করাই মরণ তুল্য কর্ম, তদ্ধেতুক বারম্বার স্বীয় গুণানুবাদে তব প্রতিজ্ঞায় উদ্ধার হওয়াই উচিত, অর্থাৎ গুরু গর্হণ ও তদ্বধোদ্যত এবং প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন জন্য দোষের প্রায়শ্চিত্ত জীবিতবান্ ব্যক্তিতেই বর্ত্তে, মৃতব্যক্তির প্রতি কোন প্রায়শ্চিত্ত বিধান নাই। তখন পার্থ স্বকীয় প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ইহ সংসারে মম তুল্য গুণনিধি ও ধনুর্ধর বীর দ্বিতীয় নাই, কেননা আপন বাহুবলে সমরে চতুর্দ্দিক জয়ী হইয়াছি। ইত্যাদিশ্লাঘনীয় বাক্যোক্তি করত সলজ্জায় ধর্ম্মপুত্রের চরণে পতিত হইয়া পুনঃ পুনঃ স্বাপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, রাজন্! আমি কলুষ কবলিত কায় প্রাপ্ত হইয়া মহাপাপযুক্ত বিগর্হিতকর্ম্ম করিয়াছি, অধুনা কৃত কলুষরাজী মার্জ্জনা করিতে আজ্ঞা হউক। ধর্ম্মনৃপতি কৃষ্ণের প্রবোধে অর্জ্জুনের প্রতি প্রসন্ন হইয়া প্রীতি বচন প্রোক্ত করিলে তিনি জ্যেষ্ঠের পদস্পর্শ পূর্ব্বক কর্ণ বধার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়া রণস্থলে উপস্থিত হইলেন। মদমত্ত গজ সম বীর বৃকোদর দুঃশাসন শিরে গদাঘাত ও তাঁহার রথাশ্ব সংচূর্ণ করিয়া করবাল প্রহার দ্বারা বক্ষো বিদীর্ণ করত পণানুসারে কর্ণ কৌরব বিদ্যমানে রাক্ষসমূর্ত্তিতে তাহার শোণিত পান করিলেন। কর্ণ ক্রোধমনে ভীমাদির প্রতি দৃঢ় স্মতিগ্ম শর প্রয়োগে বহু পাণ্ডবানীকিনী সংহত ও অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বাণ সন্ধান করিলেন। দামোদর তচ্ছর নিবারণাসমর্থ পার্থকে রক্ষার্থ সঙ্কোচিতভাবে রথাশ্বাদি ভূমিগত করিলেন। পশ্চাত্তদাপে অর্জ্জুনের মৌলিস্থ কীরিট ছেদন হইয়া ধরণীতলে পতিত হইল। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ ভূমি হইতে রথোদ্ধার করিলেন, পার্থের প্রক্ষিপ্ত রুদ্রবাণ দ্বারা কর্ণের রথচক্র পৃথ্বীগতা হইলে তিনি অর্জ্জুন সমীপে মুহূর্ত্তকাল নিমিত্ত যুদ্ধ ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন; ধনঞ্জয় তাঁহার পূর্ব্ব ব্যবহার স্মরণ পূর্ব্বক জলিতাঙ্গ হইয়া সন্ধ্যাকালে লোহিতবর্ণ পটলাচ্ছন্ন সমুজ্জ্বল পট্ট সঙ্কাশ ঘোর মেঘাবলী গগনমণ্ডলে শোভমান হইলে.

বিনাত্মরোধে সুতীক্ষ্ণ মহাশর দ্রুপদ তনয়কে মুর্চ্ছিত করিলেন এবং বাণে বাণে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সমাবৃত হইয়া অসহ্য যাতনায় ব্যথিত ও ভূমিশায়ী হইলেন। মহৎ প্রযত্নে সম্পাদনীয় রণোদ্যমে মহাবীর কর্ণের মৃত্যুতে দুর্য্যোধন বিষম শোকগহনে পতিত ও হা কর্ণ! হা কর্ণ! ইত্যাদ্য বহুবিধ বিলপিত বাক্যে অধৈর্য্য হইলেন। হা কর্ণ! রণস্থলে মত্তগজের ন্যায় স্বচ্ছন্দে প্রবিচরণ করত অরাতি পক্ষীয় প্রচুর সৈন্য সংক্ষয় করিয়া অস্মৎ সম্বন্ধে একেবারে বিচ্ছেদ পরিচ্ছদ ধারণ পূর্ব্বক স্বর্গ নিলয়ে প্রয়াণ করিলা, সম্প্রতি আমি সর্ব্বতোভাবে ভগ্নোদ্যম হইলাম*। অষ্টম দিবস নৃশংস স্বভাবশালী দুর্য্যোধন মদ্রাধিপতি শল্যকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিয়া সমরস্থলে উপস্থিত হইলেন। প্রভাতে পাণ্ডবেরাও যোদ্ধাব্যূহ সহ রণে প্রবর্ত্ত ও শল্যের তিগ্মাস্ত্রে ব্যথিত হইয়া যুদ্ধাসমর্থ প্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ আদেশে নিত্য হৃষ্ট ভীমাদি যোদ্ধাগণ সমবেত হইয়া অপরিসীম পরাক্রমে মহা মহা বাণ সন্ধান পূর্ব্বক শল্যকে নিষ্পীড়ন করিলেন, নারায়ণ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, এই সময়ে উঁহাকে ঝটিতি নষ্ট কর। রাজা বিষাদিত হইয়া ভাবিলেন, যে বাণে পীড়িত ও বিকারিত ভাবাপন্ন মাতুলকে অন্যায় বধ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু নষ্ট না করিলেও শেষ কষ্ট এবং কৃষ্ণও প্রকৃষ্টরূপে স্পষ্টই রুষ্ট হইবেন. এমতকালে বিলম্ব হেতুক কৃষ্ণের পুনঃ পুনঃ প্রত্যাদেশে শেষে প্রখরতর কর নিকর পরিবৃত উদ্দাম দারুণ প্রচণ্ড প্রভাকরোদ্দীপ্ত মধ্যাহ্নকালে রাজা যুধিষ্ঠির শক্তি শেল ঘাতে শল্যকে নিপাত করিলেন। কুরুরাজা এতাদৃশ অন্যায় সমরে একেবারে দৃঢ়রূপে জীবনাশা ত্যাগ করত শোকসলিলাশ্রু নয়নে নিতান্ত নির্ব্বিণ্ণ হইলেন। শকুনি সহ সহদেবের মহারণে উভয়েই উভয়ের শরে জর্জ্জরিত শরীর হইয়া পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন, কিঞ্চিৎকালান্তরে সহদেব সম্বিত প্রাপ্ত হইয়া শকুনির কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক পশু সদৃশ ধৃত করিলেন, তখন তিনি হতজ্ঞান, কম্পিত কায়, একান্ত অমুপায় হইয়া

---

* ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয় প্রমুখাৎ শুনিলেন দুর্য্যোধন পক্ষে একাদশ কোটি রথ ও তিন কোটি হস্তী ও দ্বিপদ্ম অশ্ব ও তিন কোটি পদাতিক, পাণ্ডব পক্ষে এক সহস্র হস্তী, লক্ষ পদাতিক বর্ত্তমান আছে।

চকিতনেত্রে চতুর্দ্দিগবলোকন পুরঃসর স্তব্ধপ্রায় রহিলেন। সহদেব তাঁহার অক্ষক্রীড়া ও সকৌতুকে কুৎসনাদি পূর্ব্বতনীয় দুস্তর দুঃখ সমূহ স্মরণ করত শকুনির দর্পোপশমার্থে আদৌ হস্তদ্বয়ের অঙ্গুল্যবধি বাহুমূল পর্য্যন্ত খণ্ড খণ্ড পূর্ব্বক পশ্চাচ্ছিরশ্ছেদ করিয়া প্রতিজ্ঞা পূরণ করিলেন, তিনি মৃত্যুশয্যায় শয়িত রহিলেন. অতএব সময়প্রাপ্ত হইলে ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রযুক্ত স্বকর্ম্ম ফলভোগ অবশ্যই হয়। অনন্তর পাণ্ডবেরা রণে ভঙ্গ কুরু সৈন্যগণের পলায়নকালে যে যথায় যাহাকে সম্মুখে প্রাপ্ত হইলেন তাহা-কেই নিপাত করিয়া জয় জয় শব্দে সমরজয়ী হইলেন। যেমন শুষ্কারণ্য মধ্যে দাবানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া বন দগ্ধ করে ও যেমন সূর্য্যোদধি অগাধ জল শোষণ করে, তদ্রূপ সিংহ সম স্বভাব কোপন তেজস্বী কৌরবের দল বর্গ পাণ্ডব কর্ত্তৃক শোষিত হইল। দুর্য্যোধন এই সমুদায় বিস্ময়কর ব্যাপার বিলোকন করত উৎকণ্ঠান্তঃকরণে অশ্ব হইতে অকস্মাৎ ভূম্যবতরণ পূর্ব্বক বিবিক্তবর্ত্মে সমরক্ষেত্রে পলায়ন করিলেন। পথিমধ্যে সঞ্জয় সহ চক্রিকুলপতির দৈবাৎ সাক্ষাৎ হইলে নানা কথনান্তর তাঁহাকে বিদায় দিলেন। বিয়োগভাজন দুর্য্যোধন কৃত কুনীদ সম্পাদাদির প্রতি বিরাগ প্রকাশ পূর্ব্বক অপার সমুদ্রের বিষম তরঙ্গোল্লম্ফিত কেলিল ক্রূরসলিলে পতিত হইয়া বিষন্নচিত্তে দ্বৈপায়ন হ্রদান্তরে গদা প্রহারে জলবিদারণ করত প্রবেশ করিলেন। রাজবিরহে সঞ্জয় বিমুখ হইয়া পরাবৃত্তিকালে কৃপ দ্রৌণী কৃতবর্ম্মা সহ সাক্ষাৎ হইলে সমস্ত বার্ত্তা ব্যক্ত করিলেন, তাঁহারা ঐ হ্রদে উপস্থিত হইয়া কৌরবাদর্শনে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন, ভূপাল তদ্বচনে পলকান্তর স্ববর্ণে কালিমা প্রাপ্ত ম্লানমুখো-ত্তোলন পূর্ব্বক তাঁহাদের প্রমুখাৎ রণ শেষ বার্ত্তা শ্রবণ করিলেন। সঞ্জয় হস্তিনায় উপনীত হইয়া ধৃতরাষ্ট্র সমীপে দুর্য্যোধনের পলায়ন ও রাজ্যোপক্রান্ত বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলে একদা সর্ব্ব দুঃখোপস্থিত হেতুক সঞ্জয়-কে কহিলেন, যেমন পক্ষহীন পক্ষী ও জলহীন মীন, পুণ্যহীন দেহ, ফল হীন বৃক্ষ, তদ্রূপ প্রাণহীন মম দেহ পতন প্রায় হইল। হায়! হায়! শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণাধীন এতদ্রূপ বহুকষ্টেও কিছু পক্ষপাতান প্রকাশ হয় না, এ কি সহিব কার বাধ্য হইয়াছিল। হা পুত্রগণ! শোকানল সন্তাপিনী

অবোধিনী কামিনী বধূগণ অনাথিনী হইয়া কি প্রকারেই বা প্রাণধারণ করিবেন? হে সঞ্জয়! আর যে অনিবার্য্য শোক সহ্য হয় না, হৃদয়াভ্যন্তরে কি বিষমাগ্নিই প্রজ্বলিত হইতেছে এবং অদ্ভুত হয় আমার গ্রহবৈগুণ্য প্রযুক্ত রাহুগ্রস্ত সুধাংশু বক্ষগুণাংশু তনয় কর্ত্তৃক কুরুকুল কবলিত হইয়াছে, অতএব ইদানীং অনলে ঝম্প প্রদান কিম্বা ঘোরতর তিমিরাবৃত নিবিড়ারণ্যাভ্যন্তরে প্রবেশ করাই মৎপক্ষে শ্রেয়স্কর হইল। অন্ধরাজের বিলপিত বাক্য শ্রবণোত্তর সঞ্জয় কহিলেন "দুর্য্যোধন দুষ্টস্বভাবে ও অবিবেচনা সঙ্কল্পে নির্ভর করাতেই তাবন্নষ্ট হইল।" ইতি শারাবল্যাং তৃতীয়পরিচ্ছেদঃ।

পাণ্ডবেরা সংগ্রাম সমাপ্ত পূর্ব্বক রণভগ্ন মহীপালের উদ্দেশার্থে হস্তিনা প্রভৃতি নানা স্থানে দূত প্রেরণ করিলেন। চরচয় দূরাদূর গমন পুরঃসর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে ইতস্ততোঽনুসন্ধানেও কৃতকার্য্য হইল না, ভীমের তোষণ হেতুক মৃগয়ার্থে প্রেরিত ব্যাধগণের প্রমুখাৎ কুরুক্ষেত্রের পূর্ব্বাংশে দ্বৈপায়ন হ্রদে দুর্য্যোধনের অবস্থিতি বার্ত্তা শ্রবণোত্তর পাণ্ডবেরা সসৈন্যে তথায় উপস্থিত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে দ্রৌণী কৃপ কৃতবর্ম্মা কৌরব নৃপ নেদিষ্ট হইয়া কীদৃগ্‌ মতে পুনর্যুদ্ধ সাধন করিবেন তন্মন্ত্রণা-বিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা দূর হইতে কটকের ভীষণ নিনাদ ও বিবিধ বাদ্যোদ্যম শুনিয়া প্রস্থান করিলেন, দুর্য্যোধন বার্য্যভ্যন্তরে প্রবেশ করাতে ধর্ম্মাত্মজ ভূপাল কৃষ্ণাদেশে তৎপ্রতি কটুবাণী প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তৎশ্রুত্বা স্বধর্ম্মত্যাগী কৌরব উপরত স্পৃহ হইয়াও ধর্ম্মের দর্পিত বাক্যে মর্ম্মব্যথা পাইয়া পৃথিবী নিষ্পাণ্ডবা করণাশয়ে হেমগিরি সদৃশ দীপ্যমান শরীরে স্বর্ণ খচিত লৌহ গঠিত কঠিন গদা ধারণ পূর্ব্বক ভুজবলে জল বিদারণ করত মৈনাক পর্ব্বতোপম নীরাশ্রয় হইতে উত্থান করিলে তাঁহার কর শোভাকর প্রদীপ্ত প্রভাকর বর্ম্মহামুদ্গার দৃষ্টি পুরঃসর পাণ্ডবেরা অত্যন্ত সশঙ্ক হইলেন। অপর্য্যাপ্ত বল রক্ষিত কৌরব রাজেন্দ্র ভীম সহ গদাযুদ্ধ পণ করত মহাক্রোধে এক শৃঙ্গ পর্ব্বতোপম দণ্ডায়মান হইলেন। ভীমও অতি সাহসে বহুক্ষণ যুদ্ধ করাতে দুর্য্যোধন ভীম মস্তক সংচূর্ণ করণাশয়ে শূন্যোপরি লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক উত্থিত

বলিবামাত্রেই ভীম জনার্দ্দনের ইঙ্গিতোপদেশে কৌরবের ঊরুদেশে বজ্র সম গদা প্রহার করিলে তিনি গুরুতরাঘাতী হইয়া ভূমি পতিত হইলেন। শাস্ত্র বিরুদ্ধ নাভির অধঃস্থলে গদা প্রহার হেতুক নানা তীর্থপর্য্যটক বলদেব ভীমের প্রতি অতি কোপিত হইলে কৃষ্ণের প্রবোধে ক্রোধ সম্বরণ পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ভীম কুরুরাজের মস্তকোপরে বাম পদ প্রহার করাতে শিরোমণি ভগ্ন ও ভূম্যুৎপ্লুত হইতে লাগিলেন। তদৃষ্টে যুধিষ্ঠির ভীমকে বহু তিরস্কার করত জ্ঞাতৃ বধতাপে রোদন করিতে করিতে বেলাবসানে স্বসৈন্য রথী সমবায় সঙ্গে লইয়া শিবিরে গেলেন*। অনন্তর কৃপ, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ঘোরান্ধকার নিশাকালে দুর্য্যোধন সহ সম্মিলিত হইয়া নৃপতির ঊরুভঙ্গ দৃষ্টি পূর্ব্বক শোচিত হইলেন। দ্রৌণী পাণ্ডব নাশার্থ প্রতিজ্ঞাত হইলে কৌরব তাঁহাকে সৈন্যাপত্যে নিযুক্ত করিলেন। প্রোক্ত তিন বীর সেই ঘোরা রজনীতেই পাণ্ডব শিবির সন্নিধানে উপস্থিত হইলে কৃপাচার্য্য, ভাগিনেয় দ্রৌণীকে কহিলেন, পাণ্ডব পক্ষীয় সেনাসেনানী প্রভৃতি পরিশ্রমে সুনিদ্রাবস্থায় আছে, এক্ষণে তাহাদিগকে নষ্ট করা কর্ত্তব্য নহে, দেখ দুর্য্যোধন দুর্ম্মতি বশগা হইয়া অসৎপথে পদার্পণ পূর্ব্বক বিলক্ষণরূপে তৎপ্রতিফল পাইয়াছেন. অতএব সৎপন্থাবলম্বী হইয়া বৈপরীত্য স্পৃহা হইতে উপরতি হও। দ্রৌণী তাঁহার প্রতিবোধিত বাক্যাবজ্ঞা করত দ্বার-রক্ষক মহাদেবের সমীপে স্তুতিমিনতি পূর্ব্বক দ্বারমুক্ত প্রার্থনা করাতে তিনি অস্বীকৃত হইলে তৎপ্রতি বাণব্যাস্ত্রাদি বর্ষণ করিতে করিতে তূণশূন্য হইল. তথাচ ভবভয় ভীত পরিত্রাতা ভগবান্ ভূতেশ ভীতযুক্ত হইলেন না. সুতরাং দ্রোণ সুত সবিস্ময়ে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে শিব-স্বরূপতঃ বাক্যোক্ত করিলেন, দ্রৌণী শঙ্কর পূজা পূর্ব্বক শিবের হস্তস্থ অসি ও দ্বারমুক্তি পাইলে শিবিরান্তরে প্রবেশ করিয়া আদৌ ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ, পশ্চাৎ পাণ্ডব ভ্রমে দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রের শিরশ্ছিন্ন করত অন্যান্য তাবৎ যোদ্ধা ও সৈন্যগণকে নিপাত পুরঃসর দুর্য্যোধন সমীপে আগত হইয়া ঐ পঞ্চ শিশুর শির

---

* রণ সমাপ্তে কৃষ্ণ সাত্যকী সহ পাণ্ডবেরা রাত্রিযোগে হস্তিনায় গমন করিয়াছিলেন।

সমর্পণ করিলেন, রাজা মহাহর্ষে দ্রৌপদীর দ্বিতীয় পুত্রের ভীমাকৃতি মুণ্ড ভীম জ্ঞানে করচাপে তিলবৎ চূর্ণ করিয়া ভাবিলেন, এ কখন বৃকোদরের মুণ্ড নহে, অপর চতুর্মস্তক অনায়াসে ভগ্ন করত সবিস্ময়ে কহিলেন, হে দ্রৌণি! পঞ্চ পাণ্ডবের এই মুণ্ড কখন নহে; তাঁহারা জীবিত আছেন, হা! পাণ্ডব সন্তানদিগকে নষ্ট করিয়া কি অকার্য্যই করিলা, হা! কুরু কুলে জল পিণ্ড দিতে কি একজনকেও রাখিলা না! কুরু পাণ্ডব উভয় কুলই নির্ব্বংশ হইল। ইত্যুক্তি করত বহু বিলাপে অধৈর্য্য হইয়া হর্ষ বিষাদে নশ্বর শরীর পরিত্যাগ করিলেন। পরদিন প্রত্যুষে অশ্বত্থামা কৃপ কৃতবর্ম্মা বীরত্রয় প্রাণভয়ে নগরাভিমুখে গমন করিলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় ধৃষ্টদ্যুম্ন নামা সারথী যামিনীতে দ্রৌণীর নিধন সংহারকালে শব মধ্যে লুক্কায়িত ছিলেন, তিনিও প্রাতঃকালে হস্তিনায় উপস্থিত হইয়া যুধিষ্ঠি-রাদির সমীপে যুদ্ধবার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিলে শ্রীপতি সাত্যকী সাহিত্যে পাণ্ডবেরা স্বশিবিরে আগত হইয়া মৃত পুত্রাদি তথা ধৃষ্টদ্যুম্ন বিরাট নৃপতীত্যাদির খণ্ডিত কায় দৃষ্ট্যনন্তর মহা বিষাদে ক্রন্দন করিতে লাগি-লেন। পুত্রাদির শোকে ধৈর্য্যহীনা দ্রৌপদীর বাক্যে বদ্ধ হইয়া ভীমসেন অশ্বত্থামার মুকুট ছেদনার্থে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের আদেশে নকুলকে সারথি করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন, পশ্চাৎ শ্রীহরির সহ রাজা সসৈন্য বায়ুবেগে গমন পূর্ব্বক পলায়িত দ্রৌণীকে মারণার্থ উদ্যুক্ত হইলেন; দ্রোণপুত্র সভয়ে ভীমের প্রতি ঈষিকাস্ত্র পরিত্যাগ করিলে কৃষ্ণের উপ-দেশে পার্থও ঐ প্রলয়ানল প্রায় বাণ ব্যর্থ করণার্থ ঝটিতি সমরাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। উভয়ের মহাস্ত্রে নারদ ব্যাস উপস্থিত পূর্ব্বক যুদ্ধ ক্ষান্তি করণ অনুমতি দিলে বৈজ্ঞানিক অর্জ্জুন স্বীয়াস্ত্র বারণ করিলেন। দ্রৌণী কহিলেন, আমার অনিবার্য্যাস্ত্রে পাণ্ডবনাশ ব্যতীত প্রত্যাবর্ত্তন হইবেক না, অতএব মম বাণে উত্তরার গর্ভস্থ পুত্র নষ্ট হউক। পরি-শেষে ব্যাসের উপদেশে অশ্বত্থামা স্বমস্তক মণি ছেদন পূর্ব্বক পার্থকে দিলে নির্জ্জীকৃতাপরাধে হতজীবন শিরঃপীড়ায় বড় কষ্ট পাইয়া অস্থির চিত্তে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার ঈষিকাস্ত্র উত্তরার গর্ভে প্রবেশ পূর্ব্বক অন্তরাপত্য নষ্ট হইলে শ্রীকৃষ্ণ তদন্তরে উপায়ে [illegible]

পুনর্গর্ভে জীবিত করিলেন। এই প্রকারে ঊনবিংশতি দিবসে ধন জন করণক হুতাশন নিবৃত্তিবৎ অস্ত্র বর্ষণ শান্তি হইল। অনন্তর ব্যাস নারদ ও শ্রীকৃষ্ণ সহ পাণ্ডবেরা স্বশিবিরে গমন করিলে বৃকোদর দ্রৌণীর শিরোমণি দ্রৌপদীকে দিলে তাঁহার পরিতাপ দূর হইল। অষ্টাদশ দিবস পর্য্যন্ত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দুর্য্যোধন হত হইলে সঞ্জয় আদ্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত ধৃতরাষ্ট্র সমীপে ব্যক্ত করিলে পুত্রের মৃত্যুতে শোকে অস্থির হইলেন। অনন্তর গান্ধারী প্রভৃতি অন্তঃপুরবাসিনী তাবন্নারী সহ ধৃতরাষ্ট্র কুরুক্ষেত্রীয় যুদ্ধস্থলে গমন করিলেন। রাজমহিলাগণ স্ব স্ব পতি পুত্রাদির মৃতদেহ দর্শনে শোকে অচৈতন্যা হইলেন এবং তাঁহারদের ক্রন্দনধ্বনি দিগ্‌বিদিগ্‌ব্যাপ্ত হইতে লাগিল, ঈদৃশকালে শোকসন্তপ্ত গান্ধারী গদাঘাত বৃত্তভয়ঙ্কর সমরস্থল দৃষ্ট্যনন্তর বজ্রাঙ্গরূপোপেত দুর্য্যোধনের মৃতকায় বিলোকনে রোদন করত কহিলেন, দেখ কৃষ্ণ! ঐ রাজা দুর্য্যোধন সমরশায়ি হইয়াছেন, যিনি সুনির্ম্মিত অত্যুচ্চ হেমপর্য্যঙ্কোপরি যূথী প্রভৃতি পুষ্প বিস্তারিত দুগ্ধফেন নিভাশয্যায় শয়ন করিতেন, অদ্য সেই তনু ধূলায় ধূসরিত ও শোণিত শোভিত হইল। আহা! মরি মরি! মহা প্রসুপ্ত পুত্র, একবার সুষুপ্তি ত্যাগ করত ভীম সহ যুদ্ধ কর, তোমার সেই সুন্দর বদনানন দৃষ্টি করি। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সান্ত্বনা করত বিস্তর প্রবোধ দিলেন. শেষে গান্ধারী তাঁহার পাক্ষিকতা ও চতুরতা প্রতিপন্ন করিয়া অতি খেদে অভিশম্পাত দিলেন " যে প্রকার আমার অন্তর্দাহ হইতেছে তদ্রূপ তোমারও দুরবস্থা হইবে, অর্থাৎ জ্ঞাতি কর্ত্তৃক যদুবংশ নিপাত হইবে" শ্রীহরি অলজ্ঝ্য সতীর বাক্যে খেদিত ও নিতান্ত ব্রীড়ান্বিত হইয়া নিজ মায়া দ্বারা গান্ধারীর শোক মোচন পূর্ব্বক অন্ধরাজার প্রতি, যুদ্ধে হত পতিত ব্যক্তিগণের দাহাদির উপদেশ দিলে তিনি তৎ কার্য্য সাধনার্থ যুধিষ্ঠিরকে অনুমতি করিলেন। ধর্ম্মপুত্র উভয় পক্ষের মৃত স্বজন কুটুম্ব নিমন্ত্রিত ভূপতি প্রভৃতি ও সৈন্য সেনাপতি তাবজ্জনের শরীর সৎকার করত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদি সম্পন্ন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সহ রথারোহণ পূর্ব্বক ভ্রাতৃগণে হস্তিনায় প্রবেশ করিলেন। মহারাজা যুধিষ্ঠির রাজধানীতে কিছুদিবস অবস্থিতি পূর্ব্বক কুরুক্ষেত্রীয় মহা সংগ্রামে শরশয্যা

গত ভীষ্ম শান্তনবৰীর সমীপে গমন করিয়া মনোদুঃখে অস্থির ... তিনি পৌত্রাদির মুখাবলোকনে মহানন্দিত হইয়া নানাপ্রকার ... কথন পুরঃসর পূর্ব্ব নির্ব্বন্ধ সহকারে মাধীয় সিতাষ্টমীতে ধ্যানযোগে নব জলধর রুচি শ্রীমন্নারায়ণ নিরীক্ষণ করত স্বীয় শরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিব্যরথে স্বর্গপুরে প্রস্থান করিলেন, তদীক্ষণে যুধিষ্ঠিরাদি ক্রন্দন করাতে ব্যাসদেব তাঁহারদিগকে সান্ত্বনা করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্মের শরীর ভস্ম করিয়া সহোদর ও জ্ঞাতি প্রভৃতির বধ প্রায়শ্চিত্তার্থে অশ্বমেধ মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করত ভ্রাতৃগণ সহ সসাগরা পৃথ্বীপালন ও একাধিপত্য-রূপে ৩৬ বর্ষ রাজত্ব করিয়া অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিতকে হস্তিনায় রাজ্যভার দিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র যদুবংশের শেষ অনিরুদ্ধ তনয় বৃষ্ণিবংশধর বজ্রনামক এক ব্যক্তিকে মথুরাপুরী হইতে সত্বরে আনাইয়া কৃষ্ণের উপকার স্মরণ পূর্ব্বক স্বীয় কৃত ইন্দ্রপ্রস্থনগরে তাঁহাকে রাজ্যভার দিয়া অতুল বিভবাদির প্রতি বীতরাগ প্রকাশ করত পঞ্চ ভ্রাতা দ্রৌপদী সহ হিমালয়ের শিলাময় পথে ... হইয়া শিখরপর্ব্বতে বেগে গমন করিতে করিতে অকস্মাৎ ... হেতুক ঊর্দ্ধ হইতে আদৌ দ্রৌপদী, পরে সহদেব, নকুল, অর্জুন ধরাতলে পতিত ও হত হইলেন। অনন্তর সোমেশ্বর পর্ব্বতাভ্যন্তরে রেবানদীর উত্তরে রত্নময় সুন্দর গিরি দর্শন ও সোমেশ্বর শিবার্চ্চনা পূর্ব্বক ঊর্দ্ধগমন করিতে করিতে অশীতল মহাহিমানিতে ভিদ্যমান হইয়া ভীম অধঃপতিত ও মৃত হইলেন। তদনন্তরাসৌ সৌগন্ধী গন্ধমাদন পর্ব্বতে একাকী ধর্ম্মরাজ গমন পূর্ব্বক অপূর্ব্ব মরকতময় মহেশ-লিঙ্গ পূজা করিয়া কিয়দ্দূরে কিন্নরপুরী ও তদুত্তরে ১৪ সহস্র শিবলিঙ্গ স্থাপিত লিঙ্গালয় গিরিতে বৈতরণী সরিন্নীর পার হইয়া বৃক্ষমূলে উপবেশন ও বিশ্রাম করত স্বর্গ দ্বার দর্শন করিলেন. তথা হইতে এক যোজনান্তর স্বর্গপুর অবশিষ্ট রহিল। যুধিষ্ঠির স্বর্গ দ্বারে গমন করিলে দ্বারিমুখাৎ সংবাদ পাইয়া ইন্দ্র বিপ্ররূপে ও ধর্ম্ম কুক্কুর মূর্ত্তিতে ছলনা করিয়া তাঁহার ধর্ম্ম ও দয়ালুতা ব্যবহার দৃষ্টে তুষ্ট হইলেন। তৎপরে রাজা ইন্দ্রালয়ে গমনোত্তর দিব্য পুষ্পক রথারোহণ করিলে মাতুলী মন্দ্রে রথ চালাইয়া বৈকুণ্ঠধামে উপনীত হইলেন। যুধিষ্ঠির তথায়

ব্রহ্মলোক, কৈলাশপুরী, বিষ্ণুধাম দর্শনানন্তর অন্ধকারময় যমাধিকৃত দক্ষিণভাগে গমন পুরঃসর কিছুই দেখিতে না পাইয়া হতজ্ঞানী হইলেন। স্বর্গস্থ ভীষ্মাদি তাঁহাকে সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ নরক দর্শনের কারণ জিজ্ঞাসিলে শ্রীকৃষ্ণ উত্তর করিলেন যে "দ্রোণ বধার্থে [illegible] প্রেরণ করাতেই গুরুবধ পাতকে যমালয় দর্শন করিলা"; কিন্তু জন্মেজয়ের প্রশ্নে বৈশম্পায়ন মুনি কহেন যে "অশ্বত্থামা হত, ইতি গজ," অনুস্বরে উক্ত করাতেই গজ শব্দ দ্রোণের কর্ণগোচর না হইয়া স্বীয় পুত্রের মৃত্যুসংবাদে মহাশোকবশে প্রাণ সমর্পণ করেন। (সেই মিথ্যাবাক্য কথন পাপে যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শন হইল) পরে ধর্ম্মনন্দন কৃষ্ণাজ্ঞায় গঙ্গাতীরস্থ হইয়া [illegible] স্নান তর্পণ করত অঙ্গচ্ছায়া নিমেষ রহিত দেবশরীর প্রাপ্ত হইয়া তথা হইতে নারায়ণ সমীপে উপনীত হইলে অষ্টাদশাক্ষৌহিণী সেনা সেনানী ও ভীষ্ম দ্রোণ দুর্য্যোধনাদি মহাত্মাগণ তথা জ্ঞাতি বন্ধু কুটুম্ব ও ভীমার্জ্জুন প্রভৃতিকে দর্শন করত অপারানন্দে নিত্য সুখী হইলেন।

মহারাজা দুর্য্যোধন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক দুষ্টমন্ত্রী শকুনির কুমন্ত্রণায় যৎসামান্য বিষয় প্রদানে অস্বীকৃত হইয়া পাণ্ডব সহ ব্যতিহার সংগ্রাম করণ বিষয়ক অবিবেচনীয় সঙ্কল্প যাবজ্জীবনপর্য্যন্ত ত্যাগ না করিয়া যেমন অবোধ পতঙ্গ দীপশিখার নিকটে যাইতে উদ্যোগ করে এবং সম্যগ্রূপে তাড়িত হইলেও যাবচ্ছিখায় পতিত হইয়া বিনষ্ট না হয় তাবৎ কাল পুনঃ পুনঃ পতনোন্মুখ হইতে চেষ্টা করে, তদ্রূপ তিনি আসন্নকালে বিপরীতবুদ্ধিতে অজ্ঞান পতঙ্গবৎ আত্ম পতনার্থ উদ্যোগ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়া ভূরি ভূরি ক্ষত্রিয় রাজকুল সহ একেবারে নিপাত হইলেন। যেমন উষ্ণরশ্মি মনোদ্দাম দ্যুতি ধারণ পুরঃসর চরমক্ষ্মাভৃদ্গত হইলে দর্শোদয় যামিনী ঘোর তমিস্রাচ্ছন্না হয়, তদ্রূপ দুর্য্যোধন বিহীনে হস্তিনাপুরী অন্ধকারময়ী ও পতিহীনা কামিন্যাবৃতা হইল।

কলিতে প্রচলিত লক্ষ শ্লোক যুক্ত মহাভারতের লিখনানুসারে বোধ হয় দ্বাপরযুগের শেষকালেই যুধিষ্ঠির স্বর্গপুরে গমন করেন, তৎপরে পরীক্ষিত অবধি ক্ষেমক পর্য্যন্ত ২৮ জন পাণ্ডুবংশ্যের রাজত্বে কলির

প্রথম খণ্ড।

নির্ঘণ্ট। পৃষ্ঠা।

নির্ঘণ্ট। পৃষ্ঠা।